পনেরশ শতাব্দির মহান ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব
শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা
আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ এর
মোবারক জীবনের আলোকিত অধ্যায়

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর জীবনী

৩য় অংশ

সুন্নাতি বিবাহ

- বিবাহ সুন্নাত
- নামায সমূহ জামাআত সহকারে আদায় করা
- আত্তারের কন্যার উপহার সামগ্রী
- বিয়ের বিভিন্ন নিয়্যত
- বিবাহের প্রথম দাওয়াত নামা
- আত্তারের বিভিন্ন চিঠি
- বরকতময় বিবাহ
- শাহজাদায়ে আত্তারের বিয়ে
- মাদানী চেহারা

মাকতাবাতুল মদীনা
[দা'ওয়াতে ইসলামী]

প্রথমে এটা পড়ে নিনঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার জন্য অন্যান্য উপকরণের সাথে সাথে বুযুর্গানে দ্বীনগণের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی জীবনী এবং তাদের ঘটনাবলী জানার মধ্যে অগনিত উপকার রয়েছে। কেননা, এই সকল পবিত্র ব্যক্তিগণ শরীয়াতের আহকামের উপর দৃঢ়ভাবে সর্বদা অটল। এমনকি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা **আল্লাহ্ তায়ালার** দয়ায় কবর ও হাশরে সফল হয়ে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি ও জান্নাতের নিয়ামত সমূহ পর্যন্ত পৌছতে পারবো। মৌখিক ও লেখনি উভয় পদ্ধতিতে নেককার বান্দাদের আলোচনা করা আমাদের পূর্ববর্তী সম্মানিত বুযুর্গদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی অভ্যাস। হয়ত এইজন্যই জীবনী লিখার এই ধারাবাহিকতা বহু শতাব্দী ধরে চলমান রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান "মাকতাবাতুল মদীনা" থেকে জীবনীমূলক বিষয়ের উপরও কয়েকটি কিতাব ও রিসালা প্রকাশিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ- **সীরাতে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নবী প্রেম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর কারামত, জিনদের বাদশাহ্, সাপের বেশে জিন, ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর জীবনী, ফকীহে আযম হিন্দ, শরহে শাজারায়ে কাদেরীয়া ইত্যাদি। এরই ধারাবাহিকতায় একটি প্রচেষ্টা তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতও (তথা আমীরে আহলে সুন্নাতের জীবনী) রয়েছে, যার মধ্যে পনের শতাব্দীর মহান রূহানী ব্যক্তিত্ব, শায়খে

www.dawateislami.net

তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রাথমিক জীবনের অবস্থা, দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলী, ইবাদত, সাধনা, চারিত্রিক এবং ধর্মীয় খেদমতের ঘটনাবলীর সাথে সাথে তাঁর থেকে প্রকাশিত বরকত ও কারামত এবং তার লিখিত কিতাব, বয়ান ও অমূল্য বাণী সমূহ একত্রিত করা হয়েছে। বর্তমান 'তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত' (তথা আমীরে আহলে সুন্নাতের জীবনী)কে সংক্ষিপ্ত রিসালা আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। যেন মধ্যম স্তরের ইসলামী ভাইয়েরাও সহজেই তা কিনে পড়তে পারে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পরবর্তীতে ঐ সকল রিসালা সমূহের সমষ্টিও প্রকাশ করা হবে। এখন তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত এর তৃতীয় অংশ **"সুন্নাতী বিবাহ"** শিরোনামে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ চতুর্থ অংশ **'ইলমে দ্বীনের প্রতি প্রবল আগ্রহ'** শিরোনামে অচিরেই উপস্থাপন করা হবে। এটার প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ **"মাকতাবাতুল মদীনা"** হতে হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করুন।

মাদানী অনুরোধঃ "আমীরে আহলে সুন্নাতের জীবনী" এর মধ্যে আমরা শোনা কথা পরিহার করে যতুটুকু সম্ভব অভিজ্ঞ লোকদের সাথে সাক্ষাত করে বাণীগুলো সত্যায়িত করেছি। এতদ সত্ত্বেও আমরা মানুষ আর মানুষ হিসেবে ভূল থেকে মুক্ত নই। আবার কম্পোজে ভূল হওয়াও স্বাভাবিক। এই জন্য আবেদন হলো, যদি আপনাদের দৃষ্টিতে উক্ত রিসালায় কোন ত্রুটি দৃষ্টিগোছর হয়, তা নিজের নাম ও

www.dawateislami.net

ঠিকানাসহ লিখিতভাবে আমাদের সংশোধন করে দিন আর যদি কারো এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত অবস্থা বা ঘটনার ব্যাপারে খুব বেশি জানা থাকে অথবা কোন পরামর্শ দিতে চান তবে তিনিও প্রদত্ত নাম্বারে বা ডাকযোগে অথবা ই-মেইলেও যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা রিসালা ও কিতাব রচনার ক্ষেত্রে কখনো নির্ভূলতার দাবিদার নই। বরং (উত্তম কাজের) আগ্রহই আমাদের পথ প্রদর্শক। যেভাবেই হোক আমাদের ভরপুর চেষ্টা হলো, যতটুকু সম্ভব কিতাবের লিখিত বিষয়গুলোর মৌলিক শর্তাবলীর প্রতি খেয়াল রাখা। এই কারণে এই জীবনী আলোচনা মূলক লিখনীকে বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব লিখনী মূলক কারিশমা মনে না করে দায়িত্ববোধের পাতায় জড়িয়ে থাকা উপহার মনে করুন। যতটুকু অংশ আপনার পছন্দ হয়, তা "তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত" এর সৌন্দর্য্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা, আর অভিযোগ মূলক অংশ আমাদের স্বল্প বুঝের ফল হবে। **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে দোয়া করি, আমাদেরকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার জন্য মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী আমল এবং সুন্নাত শিখা ও প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলার মুসাফির হওয়ার তাওফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সম্পর্কিত বিভাগ,
মদীনাতুল ইল্‌মীয়া মজলিশ। **(দা'ওয়াতে ইসলামী)**
১৩ শাওয়াল ১৪২৯ হিজরি, ১৩ অক্টোবর ২০০৮ ইংরেজি

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে আমার উপর জুমার রাতে ও জুমার দিন একশত বার দরূদ শরীফ পড়লো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার একশটি উদ্দেশ্য পূরণ করবেন।"

(জামেউল আহাদীস লিস সুয়ূতী, ৩য় খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা, নং- ৭৩৭৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিবাহ সুন্নাত

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় হাবীব, অদৃশ্যের সংবাদদাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "বিবাহ আমার সুন্নাত সমূহের অন্যতম। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতের উপর আমল করবে না, সে আমার নয়। এই কারণে বিয়ে করো। কেননা, আমি তোমাদের (সংখ্যার দিক থেকে) আধিক্যের ভিত্তিতে অন্যান্য উম্মতদের উপর গর্ব করবো। যে সামর্থ্য রাখে সে যেন বিয়ে করে আর যে সামর্থ্য রাখে না সে যেন রোযা রাখে। কেননা, রোযা যৌন উত্তেজনাকে দমন করে।"

(সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুন নিকাহ, বাবু মাজা কি ফদলিন নিকাহ, ২য় খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, নং- ১৮৪৬)

www.dawateislami.net

বিয়ে করা কখন সুন্নাত?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি মহর, ভরণ-পোষণ প্রদান এবং বৈবাহিক অধিকার পূরণ করতে সক্ষম হয় এবং যৌন উত্তেজনা খুব বেশি বিজয়ী না হয়, তবে বিয়ে করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এমতাবস্থায় বিয়ে না করে বসে থাকা গুনাহ। যদি হারাম থেকে বাচঁতে বা সুন্নাতের অনুসরণ বা সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে হয় তবে সাওয়াবও পাবে। আর যদি শুধুমাত্র স্বাদ গ্রহণ অথবা যৌন উত্তেজনা মিটানোর উদ্দেশ্য হয় তবে সাওয়াব পাবে না। যদিও বিয়ে হয়ে যাবে।

(বাহারে শরীয়াত, কিতাবুন নিকাহ, ৭ম খন্ড, ৫৫৯ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

বিয়ে করা ফরযও আবার বিয়ে করা হারামও!

বিয়ে কখনো ফরয, কখনো ওয়াজিব, কখনো মাকরুহ, আবার অনেক সময় হারামও হয়ে থাকে। আর যদি নিশ্চিত হয় যে, বিয়ে না করার কারণে যেনায় লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে বিয়ে করা ফরয। এমন পরিস্থিতিতে বিয়ে না করলে গুনাহগার হবে। যদি মহর ও ভরণপোষণ প্রদানে সামর্থ্য থাকে এবং অতিরিক্ত যৌন উত্তেজনা এর কারণে যেনা বা কুদৃষ্টি বা হস্তমৈথুনে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে এই পরিস্থিতিতে বিয়ে করা ওয়াজিব। আর যদি না করে তবে গুনাহগার হবে। আর যদি এই আশংকা হয় যে, বিয়ে করার পর ভরণপোষণ ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়াদী পূর্ণ করতে পারবে না, তবে এই পরিস্থিতিতে বিয়ে করা মাকরুহ। আর যদি এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, বিয়ে করার পর ভরণপোষণ ও অন্যান্য

www.dawateislami.net

প্রয়োজনীয় জিনিস পূরণ করতে পারবে না, তবে বিয়ে করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। (এমন পরিস্থিতিতে যৌন উত্তেজনা দমন করার জন্য রোযা রাখার অভ্যাস গড়ুন।

(বাহারে শরীয়াত কিতাবুন নিকাহ, ৭ম খন্ড, ৫৫৯ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

বিয়ের বিভিন্ন নিয়্যত

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ- মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।" (মু'জামুল কাবীর, লিত তাবরানী, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, তার সাওয়াবও তত বেশি হবে।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: বিবাহকারীর উচিত ভাল ভাল নিয়্যত করে নেওয়া, যাতে অন্যান্য উপকারের সাথে সাথে সে সাওয়াবেরও হকদার হয়ে যায়।

বিয়ের ৯টি নিয়্যত পেশ করা হলো:

(১) **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত আদায় করবো, (২) নেককার মহিলাকে বিয়ে করবো, (৩) সম্ভ্রান্ত বংশ থেকে বিয়ে করবো। (৪) এটার দ্বারা ঈমান হিফাযত করবো, (৫) এটার দ্বারা লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করবো, (৬) নিজেকে কুদৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত রাখবো,(৭) শুধু স্বাদগ্রহণ বা যৌন চাহিদা মিটানোর জন্য নয়, নেককার সন্তানের জন্য সহবাস (মিলন) করবো, (৮) মিলনের শুরুতে

www.dawateislami.net

"بِسۡمِ اللّٰہِ" এবং নির্ধারিত দোয়া পড়বো, (৯) **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত বৃদ্ধি করার মাধ্যম হবো।

মাদানী পরামর্শ: বিয়ে সংক্রান্ত নিয়্যত ও অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংশোধিত) ২৩তম খন্ড, ৩৮৫-৩৮৬ পৃষ্ঠা, মাসআলা নং ৪১, ৪২ এর অধ্যয়ন করুন।

(সন্তানের প্রশিক্ষণ, ৩৩ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিবাহ মোবারক

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্ইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিবাহ ১৩৯৮ হিজরী, ১৯৭৮ সনে প্রায় ২৯ বছর বয়সে বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত হয়।

কেউই সম্পর্ক করার জন্য প্রস্তুত ছিল না:

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এক মাদানী মুযাকারায়[১] প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যা কিছু বলেন তার সারাংশ তাঁর ভাষায় উপস্থাপন করা হলো: যেমনিভাবে- আমীরে আহলে সুন্নাত

[১] 'মাদানী মুযাকারা' **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে ঐ ইজতিমাকে বলা হয়, যে ইজতেমায় আমিরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আকিদা, আমল, শরীয়াত-তরীকত, ইতিহাস, জীবনী, রূহানী চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন। মাদানী মুযাকারার ক্যাসেট, সিডি, ভিসিডি "মাকতাবাতুল মদীনা"র যেকোন শাখা থেকে হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করুন।

www.dawateislami.net

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: যখন আমার বিয়ের সময় হলো তখন কেউই আমার সাথে সম্পর্ক করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল না। কেননা, ঐ সময় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকত খুব বেশি বিস্তার লাভ করেনি আর আমাদের সমাজে দাঁড়িওয়ালা যুবক খুব কমই ছিলো। ঐ সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার চেহারায় সুন্নাত মোতাবেক এক মুষ্টি দাঁড়ি ছিলো। অবশেষে এক জায়গায় সম্পর্ক চুড়ান্ত হলো। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে তারাও প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলো।

নবী করীম ﷺ এর দরবারে সাহায্যের আবেদন

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দেওয়ার পর আমি মনে খুবই কষ্ট পেলাম এবং এক রাতে আমাদের মহল্লার বাদামী মসজিদে (মিঠাদর বাবুল মদীনা, করাচী) বসে বসে **প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সাহায্যের আবেদ মূলক কবিতা পেশ করলাম। যার বিষয়বস্তু কিছুটা এই রকম ছিলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার সুন্নাতের উপর চলতে চাই। কিন্তু লোকেরা এই ধরণের কাজের কারণে আমার অন্তরে কষ্ট দিয়ে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কিছু দিনের মধ্যেই অন্য আরেকটি জায়গা থেকে সম্পর্কের ব্যবস্থা হয়ে গেলো আর বিবাহও হয়ে গেলো।

উন কে নিচার কুয়ি কেইছে হি রঞ্জ মে হো,
জব ইয়াদ আগেয়ী হে ছব গম ভোলা দিয়ে হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমাদের সমাজে বিদ্যমান এই কষ্টের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তার নিজের কিতাব "ইসলামী জীন্দেগী" এর ৩৬-৩৯ পৃষ্ঠায় লিখেন: আমি অনেক মুসলমানদেরকে বলতে শুনেছি যে, আমরা দাঁড়িওয়ালা লোকদেরকে আমাদের মেয়ে দিবো না। ছেলে অভিজাত বংশের হতে হবে আর অনেক জায়গায়, আমি আমার চোখে দেখেছি, মেয়ে পক্ষ বরকে দাঁড়ি মুন্ডানোর জন্য দাবি করে থাকে যে, দাঁড়ি মুন্ডিয়ে ফেলো, তবে মেয়ে দেবো। অতঃপর ছেলেরা দাঁড়ি মুন্ডিয়ে ফেলে। কতই বা দুঃখের কথা শোনাব? এটাও বলতে শোনা যায় যে, নামাযী ছেলেকে মেয়ে দেবো না, সে তো মসজিদের মোল্লা, আমাদের মেয়ের আশা-আকাংখা পূরণ করবে না। মেয়ে পক্ষের উচিত, বরের তিনটি বিষয় দেখা- **প্রথমত:** সুস্থ সবল হওয়া, কেননা জীবনটা নির্ভর করে সুস্থতার উপর। **দ্বিতীয়ত:** তার চাল-চলন ভাল হওয়া, দুশ্চরিত্রবান না হওয়া, ভদ্র হওয়া। **তৃতীয়ত:** ছেলে কর্মঠ ও উপর্জনকারী হবে, যেন উপার্জন করে নিজের স্ত্রী ও সন্তাদের লালন পালন করতে পারে। সম্পদশালীতার কোন ভরসা নেই। কেননা, তা হলো চলাচলকারী চাঁদের আলোর মতো। হাদীসে পাকের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে: "বিয়ের মধ্যে কেউ সম্পদ দেখে, আর কেউ দেখে সৌন্দর্য্য। কিন্তু عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّيْنِ অর্থাৎ তোমরা ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দাও।"(সহীহ মুসলিম, কিতাবুর রিদা, বাবু ইস্তিহবাবুন নিজাহ, ৭৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭১৫) এটাও স্মরণ রাখবেন! মাওলানা ও ধার্মিকদের স্ত্রীরা ফ্যাশনকারীদের স্ত্রীদের চেয়েও

www.dawateislami.net

বেশি সুখে থাকে। (প্রথমত) এই জন্য যে, দ্বীনদার লোকেরা **আল্লাহ্ তায়ালার** ভয়ে বউ বাচ্চার অধিকার সম্পর্কে ভাল করে জানেন। (দ্বিতীয়ত) দ্বীনদার লোকদের দৃষ্টি শুধুমাত্র তার স্ত্রীর প্রতি থাকে। পক্ষান্তরে স্বাধীন লোকদের **Temporary** অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী স্ত্রী অনেক হয়ে থাকে। যা দিন রাত সচরাচর দেখা যাচ্ছে। সে ফুলের ঘ্রাণ নেয় আর প্রত্যেক বাগানে যায়। কিছুদিন নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে। তারপর আবার চোখ ফিরিয়ে নেয়। **(ইসলামী জিন্দেগী, ৩৬, ৩৯ পৃষ্ঠা সারসংক্ষেপ)**

আল্লাহ্ তায়ালাই হলেন সম্মান প্রদানকারী

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه হাদীসের উপর ভিত্তি করে বলেন: একটা সময় এমন ছিলো যে, আমার সাথে কেউ সম্পর্ক করতে প্রস্তুত ছিলো না, আজ **আল্লাহ্ তায়ালার** এমন দয়া যে, লোকেরা আমার কাছে জিজ্ঞাসা করে করে বিবাহ করছে যে, আপনি বললে! তবে আমরা অমুক জায়গায় বিবাহ করিয়ে দেবো, **আল্লাহ্ তায়ালাই** হলেন সম্মান প্রদানকারী।

وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ

(পারা: ৩, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ২৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:
আর যাকে চাও সম্মান প্রদান করো এবং চাও লাঞ্ছনা দাও।

(মাদানী মুযাকারা, নং- ৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বিবাহে সংগঠিত হয় এমন বিভিন্ন অনর্থক প্রথা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ কাল আমাদের সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠানে কিছু নাজায়েজ ও অনর্থক প্রথা এমনভাবে প্রচলিত হয়ে গেছে, যেগুলো ব্যতিত অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ মনে করা হয়। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বিবাহ অনুষ্ঠানে সংগঠিত হওয়া এমন গুনাহ চিহ্নিত করে তাঁর রিসালা "গান বাজনার ভয়াবহতা"য় লিখেন:

আফসোস! শতকোটি আফসোস! বর্তমান সময়ের বিবাহে প্রিয় প্রিয় সুন্নাত অসংখ্য গুনাহের মাঝে ডুবে গিয়েছে। বিভিন্ন অনর্থক প্রথা তার স্থান দখল করে নিয়েছে। **আল্লাহ্**র পানাহ! অবস্থার এত অধঃপতন হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অনেক হারাম কাজ করা হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত বিবাহের সুন্নাত আদায় হতেই পারে না। উদাহরণস্বরূপ বাগদানের প্রথাই ধরা যাক। এতে ছেলে নিজের হাতে মেয়েকে আংটি পরিয়ে থাকে। অথচ এটা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। বিবাহের দিন ছেলে তার হাতে মেহেদী দিয়ে থাকে। এটাও হারাম। পুরুষ ও মহিলা সম্মিলিতভাবে দাওয়াত করা হয়। কোথাও আবার নামে মাত্র পর্দা দেওয়া হয়। কিন্তু পুনরায় পুরুষ মহিলা একে অপরের মাঝে প্রবেশ করে খাবার বন্টন করে। ভিডিও কিলিপ তৈরী করে। সুন্দর সুন্দর ছবি উত্তোলনকারীদের **আল্লাহ্ তায়ালা**র শাস্তির ভয় করা উচিত। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামে, আর প্রত্যেক ছবির পরিবর্তে যা সে তৈরী

www.dawateislami.net

করেছিল, **আল্লাহ্ তায়ালা** একটি মাখলুক সৃষ্টি করবেন, যে তাকে শাস্তি দিবে।"

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ৪২৭ পৃষ্ঠা, রযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর)

আহ! বিবাহের মধ্যে ফ্যাশনের ছড়াছড়ি খুব বেশি লক্ষ্য করা হয়, বংশের যুবতী মহিলারা খুব নাচ গান করে আর চেচামেচি করে উল্লাস করে। ঐ সময় পুরুষও কোন প্রকার সংকোচ ছাড়া ভিতরে আসা যাওয়া করে। পুরুষ ও মহিলারা মন ভরে কুদৃষ্টি দিয়ে থাকে, ফলে চোখের যেনা হয়ে থাকে। না আছে **আল্লাহ্ তায়ালা** ভয়, না আছে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর লজ্জা। শুনুন! শুনুন!! **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: চোখের যেনা দেখা, কানের যেনা শুনা, মুখের যেনা হলো বলা আর হাতের যেনা হলো স্পর্শ করা।" **(মুসলিম শরীফ, ১৪২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৫৭)** মনে রাখবেন! পর পুরুষ পর নারীকে অথবা পরনারী পরপুরুষকে যৌন উত্তেজনা সহকারে দেখা, এটা হারাম আর উভয়ের জন্য এটা জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ।

নাফরমানির অশুভ পরিণতি

ফিল্ম রেকডিং (ভিডিও করা) ছাড়া আজকাল হয়তবা কোথাও বিবাহ হয়ে থাকে। কেউ যদি বুঝাতে চান তবে জবাব আসে, বাহ সাহেব! **আল্লাহ্ তায়ালা** প্রথমে মেয়ের খুশী দেখালেন আর গান বাজনা করবো না, ব্যস! আনন্দের সময় সব কিছু চলে। **আল্লাহ্**র পানাহ! ওহে মূর্খরা! আনন্দের সময় **আল্লাহ্ তায়ালার** শোকরিয়া

www.dawateislami.net

আদায় করতে হয়। আনন্দ যত বড়ই হোক, নাফরমানী করা যাবে না। কখনো যেনো এমন না হয়ে যায় যে, ঐ নাফরমানির অশুভ পরিণতির কারণে একমাত্র মেয়ে কনে হওয়ার অষ্ঠম দিনেই বাপের বাড়িতে ফিরে আসে। আর আট দিন পর তিন তালাকপত্র এসে পৌঁছে। আর সব আনন্দ ধূলায় মিশে যায়। অথবা ধূমধাম করে নাচ-গানের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিয়ে হওয়া কনে নয় মাস পরে প্রথম প্রসূতিতে মৃত্যুের ঘাটে এসে পৌঁছে। আহ! শত-হাজার আফসোস!

মুহাব্বত খুচুমাত মে কোহ গেয়ী, ইয়ে উম্মত রুচুমাত মে কোহ গেয়ী।

বিবাহের আনন্দের মধ্যে গান বাজনা করে গুনাহকারীরা! কান খুলে শোনো! হাদীসে পাকের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে: দুই আওয়াজের উপর দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশাপ রয়েছে (১) নেয়ামতের সময় বাদ্যযন্ত্র বাজানো। (২) মুছিবতের সময় চিৎকার করা। **(কানযুল উম্মাল, ১৫ খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪০৬৫৪, দারুল কিতাবুল ইলমিয়া, বৈরুত, গান-বাজনার ভয়াবহতা, ৭-১৩ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন অবৈধ প্রথা থেকে পবিত্র বিবাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বিবাহ অনুষ্ঠানের খুশিতে সংঘটিত অনর্থক প্রথা সমূহকে শুধুই অপছন্দ করেন তাই নয়, বরং ঐ সমস্ত গুনাহে ভরা কর্মকান্ড থেকে দূরে থাকার জন্য মুসলমানদের স্নেহপূর্ণভাবে তাকিদ দিচ্ছেন। তবে এটা কিভাবে সম্ভব যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিজের বিবাহে গুনাহে ভরা অনুষ্ঠান

www.dawateislami.net

সম্পন্ন হয়েছিল বা বিভিন্ন নাজায়িয প্রথার উপর আমল করা হয়েছিল। কখনো নয় বরং আমাদের সুধারণা হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিবাহ অহেতুক ও নাজায়িয বিভিন্ন প্রথা থেকে পবিত্র ও সাধাসিধাভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল।

বরকতময় বিবাহ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا থেকে বর্ণিত; **আমার মাথার তাজ, সাহিবে মে'রাজ, হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "বড়ই বরকতময় বিবাহ হলো ঐটাই, যার মধ্যে বোঝা কম হয়।" (মুসনদে আহমদ, ৯ম খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪৫৮৩)

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ মিরআতুল মানাজিহের মধ্যে এই হাদিসের প্রসঙ্গে লিখেন: অর্থাৎ যে বিবাহে উভয় পক্ষের খরচ কম করা হয়, মহর অল্প হবে, উপহার যেন ভারী না হয়, কোন পক্ষেই যেন ঋণগ্রস্থ হয়ে না যায়। কারো পক্ষ থেকে যেন শর্ত কঠিন হয়ে না যায়। যদি **আল্লাহ্ তায়ালার** উপর ভরসার করে মেয়ে দেওয়া হয়। সে বিবাহই অধিক বরকতময় হয়ে থাকে আর এই ধরণের বিয়ে ঘরকে আলোকিত করে। আজ আমরা বিভিন্ন হারাম প্রথা, অহেতুক প্রচলনের কারণে বিবাহের ঘরকে ধ্বংস করছি। বরং অনেক ঘরের জন্য ধ্বংসের কারণ হিসেবে প্রস্তুত করছি। **আল্লাহ্ তায়ালা** এই হাদীসের উপর আমল করার তাওফিক দান করুক। (মিরআতুল মানাজীহ, ৫ম খন্ড, ১১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলাম ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বরকতময় বিবাহ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়ুন। আর হাদীস পাকের বরকত সমূহের প্রতি খোলা চোখে দৃষ্টিপাত করুন।

মসজিদে বিবাহ হয়েছিলো

এই আধুনিক যুগের মধ্যেও সাজ সজ্জাপূর্ণ বিয়ের হল সেন্টারের স্থলে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিবাহ মুস্তাহাব পদ্ধতিতে মেমন মসজিদে (বোল্টন মার্কেট বাবুল মদীনা করাচি) এর মধ্যে সংগঠিত হয়। মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুফতী ওয়াকার উদ্দিন কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জুমার দিন আনুমানিক ১১ টায় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিবাহ পড়ান। যেটাতে অসংখ্য লোক উপস্থিত ছিলো।

মাদানী ফুল: (১) যিনি বিবাহ পড়িয়ে থাকেন, তিনি আমলদ্বার আলিম হওয়া মুস্তাহাব। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫ম খন্ড, ৬১-৬৩ পৃষ্ঠা) (২) বিবাহ ঘোষণার ভিত্তিতে, মসজিদে এবং জুমার দিন হওয়া মুস্তাহাব (যদি কনের ঘর বা অন্য কোন জায়গায় হয় তাতেও কোন অসুবিধা নেই)

(দুররুল মুখতার, কিতাবুন নিকাহ, ৪র্থ খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কবরস্থান ও মাজার শরীফে উপস্থিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিবাহের খুশীতে বর ঐ দিনকে স্মরণীয় করে রাখতে কি না করে? তার প্রিয় আত্মীয় স্বজনের পক্ষ

www.dawateislami.net

থেকে ব্যাপক ভাবে গুনাহে ভরা বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন ধরণের বৈধ অবৈধ প্রথা পালন করা হয়। এইভাবে বরের চোখে অলসতার এমন পট্টি বাধাঁ হয়, না তার কবরের একাকিত্বের কথা স্মরণ থাকে, না কিয়ামতের ময়দানের মুছিবতের কথা। কিন্তু অন্যদিকে শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে দেখুন, নিজের বিয়ের দিন তিনি কবরস্থানেও যান এবং চমৎকার পদ্ধতিতে আখিরাতের চিন্তাও করেছেন:

(যেমনিভাবে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ জুমার নামায নূর মসজিদে (কাগজী বাজার, বাবুল মদীনা করাচী) মুফতী ওয়াকার উদ্দিন কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পিছনে আদায় করে কবরস্থানে গেলাম এবং কহারাদরে অবস্থিত হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ শাহ দুলহা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মাজার শরীফে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্যও হয় এবং হাসপাতালে গিয়ে অতিপ্রিয় বন্ধু গোলাম ইয়াসীন কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যিনি ব্লাড ক্যান্সারে **(Blood Cancer)** আক্রান্ত ছিলেন, তার সেবা-শুশ্রূষাও করি । তিনি আমাকে নগদ পঁচিশ (২৫) টাকা বিবাহের উপহার হিসেবে প্রদান করেন।[১]

[১] কিছুদিন পর গোলাম ইয়াছিন কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইন্তিকালে করেন। আমিরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর মাজারের পার্শ্বে প্রস্তুতকৃত জায়গা মরহুমের কবরের জন্য দান করে দেন। আজও আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর পার্শ্বে মরহুমের কবর বিদ্যমান।

www.dawateislami.net

খুশির সময় শোকের কাজে অংশগ্রহণ করা উচিত, যাতে খুশীর কারণে মানুষ এত ফোলে না যায় যে ফেটে যায়। তেমনি ভাবে আমার কার্যাবলী এমনি ছিলো যে, আমার ভিতর দুঃখের অনুভূতির অবস্থা খুব বেশি ছিলো। কেননা, আমি প্রায় সময় রোগাক্রান্ত ও চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করতাম, তাদের করুণ অবস্থা থেকে শিক্ষা অর্জন করতাম। এই ভাবেই আমি আমার বিবাহের দিনের বেলা উল্লেখিত পন্থায় অতিবাহিত করার সৌভাগ্য অর্জন করি।

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী ফুলঃ কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। প্রতি সপ্তাহে একদিন যিয়ারত করুন। জুমার দিন অথবা বৃহস্পতিবার অথবা শনিবার অথবা সোমবার উপযোগী। সবচেয়ে উত্তম হলো: জুমার দিন ভোরবেলা। আউলিয়ায়ে কিরামের পবিত্র মাজার সমূহে সফর করে যাওয়া জায়েয। এর দ্বারা যিয়ারতকারী উপকৃত হয়, আর যদি সেখানে শরীয়াত বিরোধী কোন কার্যকলাপ হয়, যেমন- মহিলাদের সংমিশ্রণ তবে এই কারণে যিয়ারত ছেড়ে দেয়া যাবে না। এসব কারণে নেক কাজ ছেড়ে দেয়া যাবে না। বরং তা খারাপ জানবে আর যদি সম্ভব হয় খারাপ বিষয় দূর করবে। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নামায সমূহ জামাআত সহকারে আদায় করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিবাহের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত হয়ে অধিকাংশ লোক নামায কাযা করে থাকে কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বিবাহ হওয়ার পরেও পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী জুমা, আসর মাগরিব, এশার নামায জামাআত সহকারে আদায় করেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: **আল্লাহ্ তায়ালার** দয়ায় শুরু থেকে জামাআত সহকারে নামায আদায় করার মন মানসিকতা ছিলো। জামাআত বর্জন করাটা আমার অভিধানে ছিলো না। এমনকি যখন আমার আম্মাজান ইন্তিকাল করেন, ঐ সময় ঘরে অন্য কোন পুরুষ ছিলো না। আমি একা ছিলাম। কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মৃত মাকে রেখে মসজিদে নামায পড়ানোর সৌভাগ্য হয়েছিলো। অবশ্য মায়ের শোকে নামাযের সময় আমার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো। কিন্তু ঐ পরিস্থিতিতেও আমি اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ জামাআত বর্জন করিনি, একইভাবে বিবাহের দিনও সকল নামায জামাআত সহকারে আদায় করার সৌভাগ্য হয়েছিলো।

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বার্তা

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه (মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা **'ফাতিহার পদ্ধতি'**) এর মধ্যে বর্ণনা করেন:

www.dawateislami.net

সাবধান! যখনি আপনার বিবাহ, মেজবান বা অন্য কোন অনুষ্ঠান হবে। নামাযের সময় হওয়া মাত্রই যদি শরয়ী কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকে। তবে একক এবং সম্মিলিত প্রচেষ্ঠার মাধ্যমে মেহমানদেরকে জামাআত সহকারে নামায আদায় জন্য মসজিদের দিকে নিয়ে যাবেন। বরং ঐ মুহুর্তে দাওয়াতই রাখবেন না, যার মধ্যখানে নামাযের সময় হয়। আর সেই প্রতিবন্ধকতা বা অলসতার কারণে **আল্লাহ্**র পানাহ! জামাআত ছুটে যায়। দুপুরের খাবারের জন্য যোহরের নামাযের পরপর আর সন্ধ্যার খাবারের জন্য ইশার নামাযের পর মেহমানকে দাওয়াত দেয়া জামাআত সহকারে নামায আদায়কারীদের জন্য অতীব সহজ। মেজবান, বাবুর্চি, খাবার বন্টনকারী অন্যান্য প্রত্যেকের উচিত সময় হওয়া মাত্রই সব কাজ ফেলে জামাআত সহকারে নামায আদায় করতে সচেষ্ট হওয়া। বিবাহ বা অন্যান্য অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে এবং বুযুর্গদের ফাতেহা অনুষ্ঠানের ব্যস্ততায় **আল্লাহ্ তায়ালার** নির্দেশিত জামাআত সহকারে নামায আদায়ের প্রতি অলসতা করা অনেক বড় ভূল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী দাওয়াতনামা

একদা মাদানী মুযাকারায় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কাছে আরয করা হলো, হুযুর! আপনি বিবাহের দাওয়াত পত্রে সর্বপ্রথম কার নাম লিখেছেন? তখন তিনি অনেকটা এইভাবে বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ যখন থেকে বুদ্ধি হয়েছে, আ'লা হযরত

www.dawateislami.net

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সদকায় আমার মুহাব্বত ভালবাসা শুধুই **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্যই, আর অবশ্যই **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি প্রত্যেক মুসলমানের ভালবাসা রয়েছে আর ভালবাস থাকা উচিত। কেননা, لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَّا مَحَبَّةَ لَه অর্থাৎ যার **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসা নেই তার ঈমান পরিপূর্ণ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির ভালবাসার নিজস্ব ধরণ রয়েছে। আমারও **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি ভালবাসার একটি বিশেষ ধরণ রয়েছে যে, আমি চাই যে, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে দাওয়াত করবো। কিন্তু চিন্তা করছিলাম কিভাবে দাওয়াত পেশ করবো? আমি এ চিন্তায় রইলাম, শেষ পযর্ন্ত আমার পক্ষে যা সম্ভব হলো, আমি বিবাহের কার্ডের উপর বিভিন্ন উপাধী লিখলাম এবং একজন মদীনার মুসাফিরের মাধ্যমে বিবাহ কার্ড মদীনা শরীফ পাঠিয়ে দিলাম।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এক ইসলামী ভাই সোনালী জালির সামনে তা পড়ে শোনালেন। বিবাহের দিন আমার এক আশ্চার্য্যজনক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল আমি ব্যাকুল ছিলাম যে, আমার **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখন তাশরীফ আনবেন? ব্যস, এটা আমার একটি বিশেষ ধরণ ছিলো।

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বিয়ের প্রথম রাতে ইনফিরাদী কৌশিশ

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: বিয়ের ব্যস্ততার দিন অতিবাহিত হয়ে যখন বিয়ের প্রথম রাতের সময় হলো, তখন আমার পার্শ্ব বন্ধু[১] **(Side frind)** আমাকে বুঝাতে শুরু করল। যদি তোমার সহধর্মিনী তোমাকে বাম হাতে কোন কিছু দেয় প্রথম রাতেই তাকে নিষেধ করিও না (কেননা, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুরাতন অভ্যাস হলো, যদি কোন ব্যক্তি তার বাম হাতে কোন কিছু দেয়ার চেষ্টা করতো তবে তিনি খুব সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে তাকে সংশোধন করে দিয়ে বলতেন ডান হাতে দেওয়া সুন্নাত আর বাম হাতে দেওয়া শয়তানের কাজ।) যেহেতু সে আমার অভ্যাস সম্পর্কে জানতো তাই আমাকে সেই মোতাবেক বুঝালো যে, তুমি তো শিক্ষা অর্জনের জন্য মৃত্যুর কথা বলতে থাকো, প্রথম রাতে তার সামনে মৃত্যুর আলোচনা করিও না। আমি নিশ্চুপ হয়ে শুনে রইলাম।

ঘটনাক্রমে রাতে যখন সহধর্মিনী বাম হাতে কোন কিছু দেওয়ার চেষ্টা করলো, তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী ডান হাতে দেওয়ার জন্য শিখিয়ে দিলাম এমনকি ঐ জায়গার মৃত্যুর আলোচনা করলাম যে, দেখো এই আনন্দটা ক্ষনিকের, মৃত্যু এসব সাময়িক বরকে বর যাত্রীদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং কনেকে তার বাসর ঘর থেকে উঠিয়ে কবরে নামিয়ে দেয়। এই ভাবে তার মাদানী মনমানসিকতা তৈরীর চেষ্টা করেছি।

---

[১] পার্শ্ব বন্ধু ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বরকে ক্রয়-বিক্রয় এবং অন্যান্য কার্যাবলীতে নিজের পরামর্শ দিয়ে ধন্য করে।

www.dawateislami.net

নেলপলিশ কেন লাগাননি?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আরো বলেন: আমি নখগুলো দেখে জিজ্ঞাসা করলাম; নেলপলিশ কোথায়? (সহধর্মিনী) বললেন: লাগায়নি। জিজ্ঞাসা করলাম: কেন? উত্তর দিলেন: অযু হয় না। এটা শুনে আমার অন্তর খুবই খুশি হলো যে, مَاشَآءَالله عَزَّوَجَلَّ পূর্ব থেকেই তার মনমানসিকতা তৈরী ছিলো, অন্যথায় আমি নেলপলিশ তুলে ফেলার লোশন এনে রেখেছিলাম, যদি নেলপলিশ লাগানো থাকে তবে তুলে ফেলবো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ জীবনে এটার ব্যবহার কখনো করতে হয়নি।

মাদানী ফুল: হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেছেন: বর্তমান সময়ে মহিলাদের মাঝে নখে পলিশ লাগানোটা প্রথা হয়ে গেছে কিন্তু পলিশের মধ্যে আবরণ হয়ে থাকে। এই কারণে যদি নখে পলিশ লাগানো হয় তবে মহিলার অযু গোসল হবে না। কেননা, পলিশের নিচে পানি পৌঁছবে না। (মিরাতুল মানাজীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা) এই কারণে নখে নেলপলিশ লাগানো থাকলে তা তুলে ফেলা ফরয। নতুবা অযু ও গোসল হবে না।

(ইসলামী বোনদের নামায, ৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিয়ের প্রথম রাতে বয়ানের ক্যাসেট শুনেছে!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর এই ইনফিরাদি কৌশিশ অনেক ইসলামী ভাইয়ের

www.dawateislami.net

জন্য দিক নির্দেশনা হয়েছে। এমনিভাবে- জামেয়াতুল মদীনার (কানযুল ঈমান মসজিদ, বাবরী চৌক, বাবুল মদীনা, করাচী) এক ছাত্রের বর্ণনা কিছুটা এরূপ; ১৪২৫ হিজরীর ১৫ই যিলকদ (যখন আমি দরসে নিযামীর পঞ্চম বর্ষের ছাত্র ছিলাম) আমার বিয়ের ব্যাপারে পরামর্শের জন্য মুফতিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** হাফেজ ক্বারী মাওলানা মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী আল-মাদানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যিনি আমার উস্তাদও ছিলেন, তার কাছে কিছু শরীয়াতের মাসআলা জিজ্ঞাসা করলাম, যেগুলোর উত্তর দেওয়ার পর মুফতী ফারুক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইনফিরাদি কৌশিশ করে আমাকে বিয়ের প্রথম রাতে ক্যাসেট ইজতিমার পরামর্শ দেন যে, এভাবে আপনারা উভয়ের জন্য সঠিক দিক নির্দেশনার বেশ কিছু মাদানী ফুল পাওয়া যাবে। অতঃপর আমি বিয়ের প্রথম রাতের শুরুতেই আপন সহধর্মিনীর সাথে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বয়ানের ক্যাসেট (স্বামী-স্ত্রীর অধিকার) শুনলাম। যেটা থেকে আমরা জ্ঞানের অমূল্য ধনভান্ডার খুজে পেয়েছি।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

[১] اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমিরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বর-কনের জন্য কবিতা আকারে দোয়া মাদানী ছেহ্‌রা এবং সংশোধনের জন্য মাদানী ফুল সম্বলিত সুন্নাতে ভরা চিঠি সমূহও বিন্যস্ত করেছেন। সেই মাদানী ছেহ্‌রা এবং চিঠি এই রিসালার শেষে পেশ করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

প্রিয় রাসূল ﷺ এর দরবারে দরূদ ও সালাম প্রেরণ করেছেন

দা'ওয়াতে ইসলামীর বিশ্লেষণ মূলক ও প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান মদীনাতুল ইলমিয়ার সাথে সম্পৃক্ত মাদানী ইসলামী ভাই ও মাদানী মুযাকারায় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর এই ঘটনা শুনে নিজের মন মানসিকতা তৈরী করলেন এবং বিয়ের প্রথম রাতে সর্বপ্রথম নিজের সহধর্মিনীর সাথে একত্রে **দয়ালু নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে দরূদ ও সালামের হাদিয়া পেশ করেন এবং দোয়া করেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করেছেন

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আরো বলেন: আমার পার্শ্ব বন্ধু আমায় পরামর্শ দিলো, বিয়ের প্রথম রাত কাটানোর পর ফজরের নামায ঘরে পড়ে নিও। কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ বিয়ের প্রথম রাতের সকালে মসজিদে নূরে (মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব ছিল) আমি ফজরের নামাযের ইমামতির সৌভাগ্য অর্জন করি। অতঃপর যখন পার্শ্ব বন্ধুর সাথে সাক্ষাত হলো তখন তিনি খুবই আশ্চার্য্য হলেন, বিয়ের প্রথম রাত অতিবাহিত করে ফজরের নামায পড়িয়েছি, এটা কিভাবে পড়িয়েছি? আমি বললাম: اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ পড়িয়েছি আর কোন ধরনের ত্রুটিও হয়নি, এটা **আল্লাহ্ তায়ালার** দয়া।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনায় ঐ সমস্ত বরদের জন্য শিক্ষা নিহিত রয়েছে, যারা নিয়মিত নামায পড়া সত্ত্বেও বিয়ের প্রথম রাতে লজ্জার কারণে গোসল করে না আর ফজরের নামায কাযা করে **আল্লাহ্**র পানাহ! অথচ এরকম করাটা লজ্জা নয় বরং সীমাহীন বোকামী ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

আমীরে আহলে সুন্নাতের ওয়ালিমা

তখনকার দিনেও চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে ঝাঁকঝমকভাবে ওয়ালিমা করা হতো। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ওয়ালিমা বিয়ের প্রথম রাতের দ্বিতীয় দিন সুন্নাত মোতাবেক এতো সাধাসিধে ভাবে হয়েছে যে, যেমনিভাবে কোন অনুষ্ঠানে খাওয়ানো হয়, তেমনিভাবে মেহমানদেরকে কার্পেটে বসিয়ে বড় থালাতে করে খাবার পরিবেশন করা হয়েছিলো। খাবার ছিলো শুধু আকনি চাউল অর্থাৎ পোলাও আর জর্দ্দা। জায়গার বাইরে কোন ধরণের সাজ সজ্জা ও বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা ছিলো না। শুধু টেপ রেকর্ডারে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন নাত চলছিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ওয়ালিমার ১০টি মাদানী ফুল

শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে:

(১) ওয়ালিমার দাওয়াত দেওয়া সুন্নাত। ওয়ালিমা হলো, বিয়ের প্রথম রাতের দিন সকালে নিজের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের সাধ্যমতো মেহমানদারী করা।

(২) ওয়ালিমার জন্য বড় জমায়েত করা শর্ত নয়। দুই তিন জন বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজনদেরকে নিয়েও ওয়ালিমা হতে পারে।

(৩) এই জন্য পনের ধরণের খাবার তৈরীর কোন প্রয়োজন নেই। যতটকু সম্ভব ডাল, চাউল বা মাংস ইত্যাদি যাই আপনি পরিবেশন করবেন, করে দিন ওয়ালিমা হয়ে যাবে।

(৪) যাদেরকে ওয়ালিমায় দাওয়াত করা হয় তাদের উচিত যাওয়া। কেননা, তার যাওয়াটা বর ও তার পরিবারে লোকদের খুশীর মাধ্যম হবে।

(৫) ওয়ালিমার দাওয়াতের এই হুকুম, যা বর্ণনা করা হয়েছে, তা ঐ সময়ই প্রযোজ্য হবে, যখন দাওয়াতকারীদের উদ্দেশ্য হবে সুন্নাত আদায় করা। যদি উদ্দেশ্য অহংকার করা বা বাহ বাহ পাওয়ার জন্য, যা বর্তমান সময়ে খুব বেশি দেখা যায়। তবে এই ধরণের দাওয়াতে অংশগ্রহণ না করা উত্তম। বিশেষ করে আলেমদের এই সমস্ত জায়গায় না যাওয়া উচিত।

www.dawateislami.net

(৬) দাওয়াতে যাওয়া ঐ সময় সুন্নাত, যখন জানবে, সেখানে কোন গান বাজনা হচ্ছে না, কোন খেল তামাশা নেই। আর যদি জানে এই সমস্ত পাপাচার সেখানে রয়েছে, তাহলে যাবে না।

(৭) যাওয়ার পর বুঝতে পারলো যে, এখানে খেল তামাশা রয়েছে আর বাস্তবিক পক্ষে যদি সেখানে ঐ সমস্ত জিনিস হয় তবে ফিরে আসবে। আর যদি অনুষ্ঠানের অন্য স্থানে হয়, যেখানে লোকদের খাবার খাওয়ানো হচ্ছে সেখানে যদি না থাকে, তবে সেখানে বসতে পারবে আর খেতে পারবে। আর লোকটি যদি ঐ সব লোকদের বাধা প্রধান করতে পারে তবে করবে আর যদি সেই সামর্থ্য না থাকে তবে ধৈর্য্যধারণ করবে।

(৮) এটা ঐ মূহুর্তে প্রযোজ্য হবে, যদি ব্যক্তিটি ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব না হয়। যদি অনুসরণীয় বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হয় যেমন ওলামা মাশায়েখ। যদি তিনি এতে বাধা প্রদান না করতে পারেন তবে ফিরে আসবেন। আর তিনি সেখানে বসবেনও না, খাবেনও না। আর যদি প্রথম থেকেই জানেন যে, সেখানে ঐ সব কর্মকান্ড রয়েছে তবে অনুসরণীয় হোক বা না হোক, কারো যাওয়া বৈধ নয়। যদিও ঐ নির্দিষ্ট জায়গায় ঐ কমর্কান্ডগুলো হচ্ছে না, বরং অন্য জায়গায় হচ্ছে।

(৯) যদি সেখানে খেল-তামাশা হয় আর এই ব্যক্তি জানেন যে, তিনি যাওয়ার কারণে তা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে তার এই নিয়্যত করে যাওয়া উচিত যে, তার যাওয়ার কারণে শরীয়াতের অপছন্দনীয় কাজ তথা গুনাহের কাজ বন্ধ করে দেয়া হবে আর যদি জানেন যে, সেখানে না গেলে তাদের জন্য উপদেশ হবে তবে এমন পরিস্থিতিতে

www.dawateislami.net

তিনি একদম আসবেন না। কেননা, ঐ সব লোকেরা তাদের আগমনকে আবশ্যক জানে। আর যদি জানেন বিয়ে অনুষ্ঠানে ঐ সমস্ত কর্মকান্ড হবে তবে ঐ ব্যক্তি অংশগ্রহণ করবেন না। তবে তার উচিত সেখানে না যাওয়া, যেন তাদের শিক্ষা হয় এবং এমন কাজ আর না করে।

(১০) ওয়ালিমার দাওয়াত শুধুমাত্র প্রথম দিন অথবা দ্বিতীয় দিন অর্থ্যাৎ দুই দিন পর্যন্ত এই দাওয়াত হয়ে থাকে। এরপর ওয়ালিমা ও বিয়ে শেষ। পাকিস্তান এবং ভারতে বিয়ের অনুষ্ঠান অনেক দিন পযর্ন্ত বহাল থাকে, সুন্নাত থেকে আগে অগ্রসর হওয়াটা ধোঁকা, এর থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৩৪-৩৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চাটায়ের সুন্নাত

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আমি এটা পড়েছি ও শুনেছি যে, **রহমতে আলম হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চাটাইয়ে বরং মাটির বিছানায় শয়ন করতেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ অনেক বছর ধরে আমার চাটায়ে শোয়ার অভ্যাস ছিলো। বিয়ের প্রথম রাতের পর পুনরায় আমি চাটায়ে শয়ন করতে লাগলাম। চৌকি আস্তে আস্তে ষ্টোর রুমে স্থানান্তরিত হয়ে গেলো। এরপর ঘরের অতিরিক্ত আসবাবপত্র চৌকির উপর রেখে দেয়া হলো। এখনো পর্যন্ত আমাদের ঘরে কোন সোফা সেট ও চৌকি নেই। হ্যাঁ, ঘরের উপর তলায় যেই কিতাব ঘর সেখানে একটি সোফা রয়েছে, যেটাতে মাঝে মাঝে আমি বসি।

www.dawateislami.net

ইসলামী ভাইদের মধ্যে থেকে কেউ একজন এনে রেখেছিলো। আমি এখনো পযর্ন্ত ঐ হৃদয়বানের নাম জানি না।

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কনের বাপের বাড়ীর পক্ষ থেকে বিয়ের সময় যে উপহারসামগ্রী প্রদান করা হয় সেগুলোর বিভিন্ন হক

একদা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: যেহেতু শরীয়াতের ভিত্তিতে বাপের বাড়ীর উপহারের মালিক স্ত্রী হয়ে থাকেন। এই জন্য আমি আমার বাচ্চার মায়ের কাছ থেকে একবার নয় বেশ কয়েকবার বাপের বাড়ীর পক্ষ থেকে প্রদত্ত উপহারের অধিকারের ব্যাপারে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। একবার তো এ রকমই হলো যে, বাচ্চার মায়ের কাছ থেকে উপহারের হকের ব্যাপারে সতকর্তামূলক ক্ষমা চাইলে তিনি বললেন: একবার তো ক্ষমা করে দিয়েছি আর কতবার ক্ষমা চাইতে থাকবেন?

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ তায়ালা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে এক মেয়ে ও দুই ছেলে দিয়ে ধন্য করেছেন। ছেলেদের নাম।

www.dawateislami.net

(১) আলহাজ্ব মাওলানা আবু উসাইদ আহমদ ওবাইদুর রযা কাদেরী রযবী আত্তারী আল-মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي (২) হাজী মুহাম্মদ বিলাল রযা আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي। **আল্লাহ্ তায়ালা** তাদেরকে নেক মঙ্গলময় দীর্ঘায়ু দান করুক আর দিন রাত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের প্রচার প্রসার করার তাওফিক দান করুক।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শাহজাদায়ে আত্তার مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর বিয়ে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেখানে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের বিয়েতে প্রতিটি ক্ষেত্রে শরীয়াতের হুকুম আহকামের প্রতি খুবই সজাগ ছিলেন, সেখানে তিনি নিজের শাহজাদা আলহাজ্ব মাওলানা আবু উসাইদ আহমদ উবাইদুর রযা কাদেরী রযবী আত্তারী আল-মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর বিয়েতে অত্যন্ত খুশির মুহুর্তেও সকল কার্যাবলী শরীয়াতের দিকনির্দেশনা মোতাবেক করার প্রতি মনোযোগ দেন। যার ফলশ্রুতিতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই মোবারক বিয়েও খুবই সাধাসিধা বিবাহের নমুনা এবং বর্তমান সময়ের জন্য অনুসরণীয় বিবাহ সাব্যস্ত হয়।

মারহাবা আত্তার কা লখতে জিগর দুলহা বানা,
খুশনুমা চেহরা ওবাইদে কাদেরী কে ছর ছাজা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বিয়ের অনুষ্ঠান

শাহজাদায়ে আত্তার مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর বিয়ের অনুষ্ঠান অত্যন্ত ঝাঁকঝমকপূর্ণভাবে হওয়ার পরিবর্তে মদীনাতুল আউলিয়া, মুলতান শরীফে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিনদিনের সুন্নাতে ভরা আন্তর্জাতিক ইজতিমায় ১৮ই অক্টোবর, ২০০৩ সালে রোজ রবিবার খুবই সাধাসিধেভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

বারাতি হে তামামী আহলে সুন্নাত, ওবাইদে কাদেরী দুলহা বানা।

কুরআনুল করীম তিলাওয়াতের পর খুবই মনোমুগ্ধকর নাতসমূহ পড়া হলো এবং ভাবাবেগপূর্ণ পরিবেশ ছিলো। বিয়ের খুতবা পড়ে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه-ই বিয়ে পড়ালেন। তারপর শুকনো খেজুর ছিটানো হলো, যা মঞ্চের অতি নিকটের উপস্থিত কিছু ইসলামী ভাইয়েরা কুড়িয়ে নিলো। বিয়ের পর শুকনো খেজুর ছিটানোর ব্যাপারে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হাদীস শরীফে কুড়িয়ে নেওয়ার নির্দেশ রয়েছে আর ছিটানোতেও কোন অসুবিধা নেই। (আহকামে শরীয়াত, ২৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কন্যা বিদায়ের তারিখ

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জন্মদিন হলো ১০ শাওয়াল, এই জন্য এই সম্পর্কের বরকত অর্জনের জন্য কন্যা বিদায়ের অনুষ্ঠান ২০০৫ সাল, ১৪২৬ হিজরীর ১০ শাওয়ালের রাত অনুষ্ঠিত হয়।

www.dawateislami.net

মাই ইমাম আহমদ রযা কা হোঁ গোলাম,
কেতনি আ'লা মুঝ কো নিসবত মিল গেয়ী। (মুগীলানে মদীনা)

বাড়ীর সাজ সজ্জা

এই পরিস্থিতি প্রত্যক্ষকারীরা অবাক হয়েছিলো যে, দুনিয়ার আহলে সুন্নাতের আমীর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর শাহ্জাদার বিয়ে উপলক্ষ্যে ঘরের প্রচলিত সাজ সজ্জা বা বিজলী বাতি ইত্যাদির কোন ব্যবস্থাই ছিলো না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রচলিত যৌতুক গ্রহণে অস্বীকার

হাজ্বী আহমদ ওবাইদ রযা مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর বিয়েতে যখন কনেপক্ষ প্রচলিত যৌতুক দিতে চাইলেন, তখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদের সাধাসিধেভাবে সম্পন্ন করার পরামর্শ দিলেন, অপরদিকে শাহজাদায়ে আত্তার دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ও খাট ইত্যাদির পরিবর্তে চাটাই নিতে রাজী হলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইজতিমায়ে যিকির ও নাত

শাহজাদায়ে আত্তার مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর বিয়ের খুশিতে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীর মুশাওয়ারাত মজলিশ আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা

www.dawateislami.net

বাবুল মদীনা করাচীতে ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের আয়োজন করেন। যেখানে হাজারো ইসলামী ভাই উপস্থিত ছিলেন। ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের সূচনাটা কোরআনুল কারীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে হয়েছিলো। তারপর **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে মুহাব্বতের ফুলস্বরূপ নাত শরীফ পেশ করা হয়। এরপর শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই উপলক্ষ্যে মাদানী মুযাকারার মধ্যে ইসলামী ভাইদের প্রশ্নের জবাব দেন, তারপর আমীরে আহলে সুন্নাতের লিখিত কবিতা দোয়া সূচক ছেহ্‌রা শরীফ পাঠ করা হয় এবং সালাতু সালামের মাধ্যমে এই ইজতিমায়ে যিকির ও নাত অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শুকনো খেজুর কেন বন্টন করলেন না?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কিছুটা এরূপ বলেন: আমাকে বলা হলো যে, ইজতিমায়ে যিকির ও নাত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে কিছু বন্টন করার জন্য। কেউ আবার এই পরামর্শও দিলো যে, সাতটি করে শুকনো খেজুরের এক একটি প্যাকেট বন্টন করার জন্য। এটার **Sample** তথা নমুনাও এসে গিয়েছিলো। কিন্তু আমি নিষেধ করে দিলাম, এজন্য নয় যে, অনেক টাকা খরচ হবে, বরং এই চিন্তা করে যে, এই শুকনো খেজুরগুলো আমরা কোথায় বন্টন করবো? যদি মসজিদে বন্টন করা হয়, তাহলে ভীড়ের কারণে মসজিদে হৈ চৈ হবে, যা মসজিদের সম্মান ক্ষুন্ন করে

www.dawateislami.net

আর যদি বাইরে বন্টন করা হয় তবে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে পথচারীদের হক নষ্ট হবে। তারপর জনসাধরণের অত্যাধিক ভীড় নিয়ন্ত্রন করা খুবই কঠিন,ধস্তাধস্তির মধ্যে শক্তিশালীরা হয়ত অনেকগুলো প্যাকেট নিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু যারা দূর্বল তারা ভীড়ের মধ্যে পড়ে থাকবে। এই জন্য বুঝতে পারছিলাম না যে, কোথায় বন্টন করবো? অতঃপর সিদ্ধান্ত হলো যে, শুকনো খেজুরই বন্টন করা হবে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

গাউছে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এবং আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর আগমন

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হলো, ইজতিমায়ে যিকির ও নাত অনুষ্ঠানের শেষ মূহুর্তে যখন মঞ্চে শাহজাদায়ে আত্তার مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی ও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আগমণ করলেন এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কর্তৃক লিখিত কবিতা দোয়া মূলক ছেহ্‌রা পড়া হচ্ছিল (যা এই রিসালার শেষে) ঐ ইসলামী ভাই বললেন: তখন ঐ মূহুর্তে আমার চোখে তন্দ্রাভাব আসলো, তখন দেখলাম দুইজন বুযুর্গ তাশরীফ আনলেন, আমাকে বলা হলো যে, তার মধ্যে একজন হলেন হুযুর সাইয়্যিদুনা গাউছে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আর অন্যজন হলেন আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ। অতঃপর উভয় বুযুর্গই আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং তাঁর শাহজাদার مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন।

www.dawateislami.net

উন কি শাদী খানাঁ আবাদী হো রব্বে মুস্তফা,
আয্পায়ে গাউছুল ওয়ারা বেহরে ইমাম আহমদ রযা।

(আরমগানে মদীনা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কন্যা বিদায়ী প্রথা

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রথম থেকেই জোর দিয়েছিলেন যে, কোন অবস্থাতেই শরীয়াত বিরোধী প্রথা বা কার্যকলাপ যেন হতে না পারে, বরং কন্যা বিদায়ের সময় সমস্ত কার্যকলাপ যেন শরীয়াত অনুযায়ী করা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তাঁর এই ইচ্ছাটা বাস্তবে রূপান্তরিত হলো এবং শেষ পযর্ন্ত প্রত্যেকটি কাজ শরীয়াত অনুযায়ী পরিচালনা করার চেষ্টা করা হলো। এমন কি বিদায়ের সময় যে সমস্ত মহিলারা কন্যাকে ছেড়ে আসার জন্য প্রথা অনুসারে এসে থাকেন, তাদেরকে আগে থেকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিলো, শুধুমাত্র কনের আপন ভাই যেন শরয়ী পর্দার ভিত্তিতে কনেকে নিয়ে আসেন। এই বিয়েতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ঘরের সদস্যদের পক্ষ থেকে ইসলামী বোনদের জন্য কোন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়নি।

মেরী জিছ কদর হে বোহনে সবহি কাশ বোরকা পেহনে,
হো করম শাহে যামানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জামাআত সহকারে ফযরের নামায

বিয়ের প্রথম রাতের পরদিন সকালে হাজী আহমদ ওবাইদ রযা مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی আন্তর্জাতিক মাদানী মারকয ফয়যানে মদীনায় পূর্বের নিয়ম অনুসারে ফজরের নামায পড়ালেন। এমনিভাবে তিনি তাঁর পিতা অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বর্ণিত কথাকে প্রতিষ্ঠিত রাখলেন যে, তিনিও বিয়ের প্রথম রাতের পরদিন সকালে নূর মসজিদে (কাগজী বাজার, বাবুল মদীনা, করাচী) পূর্বের নিয়ম অনুসারে ফযরের নামাযের ইমামতি করেছিলেন।

নামাযো মে মুজে ছুহতি না হো কভি আক্বা।
পড়হো পাঁচো নামাযি বা জামাআত ইয়া রাসূলাল্লাহ!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঝাঁকঝমকপূর্ণভাবে ওয়ালিমা করার দাবী

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাদানী মুযাকারার মধ্যে কিছুটা এইভাবেই বলেন: ঝাঁকঝমকপূর্ণভাবে ওয়ালিমা করতে অনেকেই জোরাজোরি করেছিলো। কেউ সাহস করে বলে উঠলো ২০০ ডেক বিনিময় ছাড়া পাঁকিয়ে দিবো। ব্যস, দুই লাখ টাকার আসবাবপত্র চলে আসবে।আমি বললাম: দুই লাখ টাকা তো আমার কাছে নাই, যদিওবা আমার জন্য দুই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করাটাও তেমন কঠিন কিছু নয়। ব্যস, এটাই হবে যে, যাকেই বলবো তার অন্তরে আমার যে সম্মান রয়েছে তা শেষ হয়ে যাবে। দুই চার সম্পদশালীকে ফোন করে দিবো, সামান্য তোষামোদ করতে হবে, যা আমার স্বভাবেও

www.dawateislami.net

নেই। দুইশত এর জায়গায় বারোশত ডেক হয়ে যাবে। এভাবেই আমার ছেলের ওয়ালিমা ঝাঁকঝমকপূর্ণভাবে হবে। আর সব লোকেরাও খুশী হয়ে যাবে। কিন্তু আমাকে এর জন্য আমার আত্মমর্যাদাবোধকে বিক্রি করতে হবে। অতঃপর তিনি শিক্ষামূলক একটি ঘটনা শুনালেন: এক পীর সাহেবের লঙ্গরখানা চলছিল, একজন প্রভাবশালী মুরীদের পক্ষ থেকে টাকার ব্যবস্থা করা হতো। লঙ্গরখানার পরিচালক আরয করলেন: হুজুর! এখন সবকিছুর দাম বেড়ে গেছে খুব সমস্যা হচ্ছে। যদি আপনি এই লঙ্গরখানার খরচ প্রদানকারী মুরীদকে একটু ইশারা করে দেন যে, তিনি তার টাকাটা যদি দ্বিগুন করে দেন, তাহলে এই লঙ্গখানা খুব সহজেই চলবে। পীর সাহেব এই কথায় একমত হলেন এবং ঐ মুরিদকে বললেন: **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাকে অনেক দিয়েছেন, তুমি মাসিক চাঁদা দ্বিগুন করে দাও। ঐ মুরিদ আদব সহকারে উত্তর দিলেন, মুরশিদ আপনার আদেশ আমার চোখের উপর। কিছুদিন পর লঙ্গরখানার পরিচালক জিজ্ঞাসা করলেন: হুযুর! আপনি কি টাকা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বলেননি? পীর সাহেব উত্তর দিলেন, আমি তাকে বলে দিয়েছি আর সে দ্বিগুণও করে দিয়েছে। কিন্তু পাথর্ক্য এটাই, প্রথমে খুবই ভক্তি সহকারে এসে তা পেশ করতো। আর এখন নিজে আসে না পাঠিয়ে দেয়। তারপর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমার ছেলে (অর্থাৎ হাজী আহমদ ওবাইদ রযা আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِ) নিজেই ওয়ালিমার সুন্নাত আদায় করবে। ঝাঁকঝমকপূর্ণভাবে হবে না ঠিক, কিন্তু ওয়ালিমা হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ওয়ালিমার দাওয়াত

শাহজাদায়ে আত্তার مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ইচ্ছা অনুসারে খুব সাধারণভাবে ওয়ালিমার দাওয়াতের ব্যবস্থা করলেন, যেখানে শুধুমাত্র **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শুরার সকল রুকন আর তিন চারজন অন্যান্য ইসলামী ভাইকে দাওয়াত করা হয়, কিন্তু খাবারের সময় ঘরের বাইরে একত্রিত হওয়া অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরকেও ভিতরে ডাকা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهও ওয়ালিমায় অংশগ্রহণ করেন। ওয়ালিমার দাওয়াতে ডাল ও ভাতের ব্যবস্থা করা হয় । আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: খাবার ঘরে রান্না করা হয়েছে। ডাল পানি দ্বারা রান্না করা হয়েছে এবং এতে এক ফোটাও তৈল দেওয়া হয়নি। কিন্তু খাবার আহারকারীদের মতামত হলো, ডাল-ভাত অলৌকিকভাবে খুবই মজাদার হয় ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শাহজাদায়ে আত্তারের প্রাপ্ত উপহার সামগ্রী

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষে থেকে দেওয়া মাদানী মানসিকতার প্রেক্ষিতে সারা বিশ্বের ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা দুনিয়াবী উপহারের পরিবর্তে অনেক নেক আমল, উদাহরণ স্বরূপ: হাজার হাজার কোরআন পাক, দরূদ পাক এবং

www.dawateislami.net

বিভিন্ন যিকির, মাদানী ইনআমত আর অনেক ইসলামী ভাই মাদানী কাফেলায় সফর করার ও অন্যান্য ভাল ভাল নিয়্যতের সাওয়াবের উপহার পেশ করেছেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এক লক্ষ টাকার চেক ফিরিয়ে দিলেন:

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পবিত্র ঘরের সদস্যগণ দুনিয়াবী সম্পদ থেকে কি পরিমাণ নিজেকে বাঁচান? এই কথার দ্বারা এর অনুমান করা যায় যে, দুনিয়াবী উপহার না দেওয়ার জন্য আদেশ করা সত্ত্বেও যখন একজন ইসলামী ভাই আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দরবারে শাহজাদা হুযুর مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর জন্য ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকার চেক উপহার স্বরূপ পাঠালেন তখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه শোকরিয়ার সাথে তা ফিরিয়ে দিয়ে লিখিত সংবাদ পাঠালেন যে, দ্বিতীয়বার এর জন্য জোরাজোরি করবেন না। এরপর চেক প্রদানকারী ইসলামী ভাই ঘরের পক্ষ থেকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ঘরে তার বড় বোনের কাছে এক লক্ষ টাকা নগদ প্রদানের চেষ্টা করেন কিন্তু সেখানেও তিনি ব্যর্থ হলেন। কেননা, তিনিও টাকা নিতে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে টাকা ফিরিয়ে দিলেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বড় বোনের ভাষ্য হলো যে, যখন আমি হাজী আহমদ ওবাইদ রযাকে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকার ব্যাপারে বললাম, তখন শাহজাদা বললেন: "চেকের উপহারটা সর্বপ্রথম আমার

www.dawateislami.net

কাছে এসেছিলো, কিন্তু আমার অস্বীকৃতির পর তিনি বাপা জানের, তারপর আপনার খেদমতে পেশ করার চেষ্টা করেছে।”

না মুজকো আযমা দুনিয়া কা মাল ওয়াযর আতা করকে,
আতা কর আপনা গম আউর ছশমে গিরয়া ইয়া রাসুলাল্লাহ!

(আরমগানে মদীনা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পছন্দনীয় উপহার

নিগরানে শুরা مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِى বলেন: আমাকে কিছু দানশীল সম্মানিত ব্যক্তি ফোন করেছিলেন, যাদের কোটি টাকার ব্যবসা রয়েছে। তারা বললেন: আমরা শাহজাদা হুযুর مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِى এর খেদমতে তার পছন্দনীয় উপহার দিতে চাচ্ছি। মেহেরবানী করে শাহজাদা হুযুর مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِى এর কাছ থেকে জেনে তা জানাবেন। যখন আমি শাহজাদা مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِى এর নিকট উপহারের ব্যাপারে জানালাম তখন তিনি বারণ করে বলেন: যদি তিনি আমাকে কিছু দিতে চান তবে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল ও মাদানী কাফেলায় সফর করে সেগুলোর সাওয়াব যেন উপহার স্বরূপ আমাকে দিয়ে দেয়।

দুনিয়া পারাস্ত যরপে মরে গুল পে আন্দালিব,
আপনা তো ইনতিখাব মদীনে কা হে বা বোল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আত্তারের কন্যার উপহার সামগ্রী

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর একমাত্র কন্যার বিয়েও খুব সাধারণভাবে সুন্নাত অনুসারে সম্পাদনের চেষ্টা করেছেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এক মাদানী মুযাকারায় কিছুটা এই ভাবেই বলেন: আমি পূর্ণ চেষ্টা করেছি যে, হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে আমার **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যা যা প্রদান করেছেন, তাঁর অনুসরণ করার।

ওয়াস্তে জিন্ কে বনে দু নো জাহা,
উন কে ঘর তি ছিদে ছাদি শাদিয়া।
উছ জাহেয পাক পে লাখো সালাম,
সাহেব লওলাক পর লাখো সালাম।

(দিওয়ানে সালেক)

উদাহরণ স্বরূপ চামড়ার থলে, গম গুড়া করার হাতের চাক্কি, রূপা দ্বারা নির্মিত কঙ্কন পেশ করেছেন। এইভাবে কিতাব থেকে দেখে যা যা সম্ভব হয়েছে, চাটাই, মাটির বাসন, খেজুরের ছাল ভরা চামড়ার বালিশ ইত্যাদি اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ উপহারস্বরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি[১] এবং বিদায় দেওয়ার সময় যেমনিভাবে- **রহমতে আলম, নূরে মুহাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহে বনী আদম, রাসূলে মুহতাশম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুজ্জাহরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে

[১] উপহারের আসবাবপত্রের চিত্র শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন।

www.dawateislami.net

মায়া মমতা দেখিয়েছেন[১] اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ঐ সুন্নাতের উপর আমল করার চেষ্টা করেছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

[১] ইমাম জাযরী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হিসনে হাসিন নামক কিতাবে উদ্ধৃত করেন: যখন **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুজ্জাহরা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর বিয়ে হযরত আমীরুল মুমিনিন আলী মুরতাজা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর সাথে সম্পন্ন করলেন, তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে ইরশাদ করলেন: "পানি আন।" তিনি পাত্রে পানি ভরে তাঁর কাছে নিয়ে আসলেন। তিনি পানি নিয়ে তাতে কুলি করলেন। তারপর ইরশাদ করলেন: সামনে আসো।" যখন তিনি সামনে আসলেন, তখন তিনি তাঁর বুকের মাঝখানে ও মাথায় পানি ছিটালেন এবং দোয়া করলেন: "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُعِیْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ" অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে তোমার আশ্রয়ে দিচ্ছি।" তারপর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পিঠ ফিরাও, তিনি যখন পিঠ ফিরালেন, তখন তার দুই কাঁধের মাঝখানে পানি ছিটালেন আর দোয়া করলেন: (অর্থাৎ উল্লিখিত দোয়াটি যা অনুবাদ সহকারে বর্ণিত হলো) পুনরায় **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পানি নাও। হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বললেন: আমি বুঝে গেলাম যে, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকেই ইরশাদ করছেন। অতঃপর আমি উঠলাম এবং পানি ভর্তি পাত্র নিয়ে আসলাম। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ পাত্র থেকে পানি নিয়ে তাতে কুলি করলেন, আর ইরশাদ করলেন: সামনে আস। (যখন আমি সামনে আসলাম) তখন তিনি আমার মাথা ও সামনের শরীরে পানি ঢাললেন। তারপর দোয়া করলেন: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُعِيْذُهٗ بِكَ وَذُرِّيَّتَهٗ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে তোমার আশ্রয়ে দিচ্ছি। তারপর ইরশাদ করলেন: পিঠ ফিরাও। আমি পিঠ ফিরালাম, তখন তিনি আমার কাঁধের মাঝখানে পানি ঢাললেন এবং দোয়া করলেন। (অর্থাৎ উল্লিখিত দোয়াটি যা অনুবাদ সহকারে বর্ণিত হলো) এরপর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে ইরশাদ করলেন: তুমি **আল্লাহ্ তায়ালার** নামে ও বরকতে আপন স্ত্রীর কাছে যাও।

(মুজামুল কবির, ২২তম খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০২১। হিসনে হাসিন, বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়াদি, ৭৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে "আত্তারের কন্যা ও আত্তারের জামাতার" জন্য সংশোধনীয় মাদানী ফুলের পুষ্পগুচ্ছ

আত্তারের জামাতার কাছে ঘর চালানোর ধারাবাহিকতায় ১২টি মাদানী ফুল

(১) স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, হুরমতে মুছাহারত, ভরণ-পোষনের বর্ণনা, জিহারের বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য বাহারে শরীয়াত (৭ম খন্ড) অধ্যয়ন করে নিন।

(২) পিতা-মাতা ও ঘরের অন্যান্য সদস্যের অক্ষমতা ও অলসতা নিজের সহধর্মিনীকে বলে গীবত ও অপমানের বিপদের মুখে পতিত হবেন না।

(৩) এই ধরণের কথা বার্তা সহধর্মিনীও যদি আলোচনা করে থাকে। তবে তাকে বলুন صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! এবং তাকে এই ধরণের কথাবার্তা বলা থেকে বাধা প্রদান করুন, নতুবা গীবত শোনার গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাবেন।

(৪) আমরা কোন মুসলমানের মন্দ বিষয় দেখলে বা শুনলে তা যেন অপরকে না বলি, এই নিয়ম যদি নিজের মাঝে বাস্তবায়ন করি, তবে মদীনা মদীনা (অতীব উত্তম) হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

(৫) মহিলাকে গোপন কথা বলবেন না।

বশর রাযি দিলি কেহ কর জলিল ওয়াখার হো তা হে,
নিকাল জাতি হে যব খুশবো তো গুল বেকার হোতা হে।

www.dawateislami.net

(৬) বাবা-মাকে সর্বাবস্থায় সম্মান করুন, তাদের অধিকারগুলো আদায় করা ব্যতিত নিজেকে কখনো মুক্ত মনে করতে পারবেন না।

(৭) মহিলাদের বাম পাঁজরের বাঁকা হাঁড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে হিকমতে আমলী তথা কৌশলী কাজের মাধ্যমে পরিচালিত করার মধ্যে সফলতা রয়েছে, কথায় কথায় রাগ ধমক বা তিরষ্কার করলে বিগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(৮) স্বামী হলো রাজা আর স্ত্রী হলো প্রজা। তাই অতিরিক্ত ফ্রি হবেন না, অন্যথায় ভয়ভীতি চলে যাওয়ার মাধ্যমে রাজত্বের দাপট নষ্ট হয়ে যাবে।

(৯) ধোয়া ও রান্না করার কাজ একমাত্র স্ত্রীই করবে, যদি তার সাথে কোন প্রয়োজন ছাড়া কোন সাহায্যকারী কর্মী থাকে, তবে হয়ত সেটা তাকে অলস বানাবে।

(১০) জানালা এবং বেলকনি থেকে কারণ ছাড়া উকি মারা কোন ভদ্র লোকের কাজ নয়। আপনিও সর্তক থাকবেন এবং আপনার স্ত্রীর উপর খুব কঠোর থাকবেন। প্রয়োজন বশত যদি উকি মারতে হয় তবে অবশ্যই সতর্ক থাকবেন যেন কোন নামুহরিম প্রতিবেশীর ঘরে দৃষ্টি না পড়ে।

(১১) মাদানী ইনআমতের উপর আপনিও আমল করবেন এবং আত্তারের কন্যাকেও খুব কঠোরভাবে আমল করাবেন।

www.dawateislami.net

(১২) আত্তারের কন্যা একজন মানুষ, ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা রয়েছে, যদি তার আলোচনাটা নিজের বাবা-মা বা পরিবারে সদস্যদের কাছে করা হয়, তবে গীবতের গুনাহের সাথে সাথে দাওয়াতের ইসলামীরও ক্ষতি হবে। আপনি উত্তম পদ্ধতিতে সংশোধন করার চেষ্টা করবেন আর ব্যর্থতার পরিস্থিতিতে সংশোধন করার নিয়্যতে শুধুমাত্র আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। (১৩ মুহার্‌রমুল হারাম ১৪১৮ হিজরি)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঘরকে খুশীর বেষ্টনী বানানো এবং আখিরাতকে সজ্জিত করার জন্য আত্তার دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে আত্তারের কন্যার জন্য ১২টি মাদানী ফুল

(১) স্বামীর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রত্যেক হুকুম যা শরীয়াত বিরোধী নয়, তা পালন করা আবশ্যক।

(২) নিজের স্বামী এবং শাশুড়ীকে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাবে এবং দাঁড়িয়ে বিদায় দিবে।

(৩) দিনে সম্ভব হলে কমপক্ষে একবার শাশুড়ীর হাতে চুমু দিবে।

(৪) নিজের শ্বশুর শাশুড়ীকে বাবা-মা'র মত সম্মান করবে। তাদের আওয়াজের সামনে নিজের আওয়াজকে নিচু রাখবে। তাদের এবং স্বামীর সামনে "জ্বী জনাব! বলে" কথা বলবে।

www.dawateislami.net

(৫) স্বামী প্রয়োজন বশতঃ শাস্তি প্রয়োগে ক্ষমতা রাখে,[১] এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রকাশ করবে। রাগ করে বা মুখে মুখে কথা কাটাকাটি করে ঘরে ফিরে আসার ক্ষেত্রে আপনার জন্য আমার ঘরের (তথা কন্যার আপন ঘর) দরজা বন্ধ।

(৬) হ্যাঁ, ফিরে আসবেন না, তবে স্বামীর অনুমতিক্রমে যখন ইচ্ছা তখন আপন ঘরে আসতে পারবেন।

(৭) নিজের ঘরের সংক্ষীর্ণতা স্বামীকে বলে গীবতের মতো কবীরা গোনাহে নিজেও জড়াবেন না এবং আপন স্বামীকেও তা শোনার মত কবীরা গুনাহে জড়াবেন না।

(৮) নিজের আমলহীনতা বা জ্ঞানহীনতা ঢেকে রাখতে এই রকম বলে দেওয়া যে, "আমার বাবা-মা প্রভৃতি এটা আমাকে শিখাননি।" এটা মারাত্মক বোকামী।

(৯) বাহারে শরীয়াত ৭ম খন্ড, ভরণ পোষণের বর্ণনা, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার প্রভৃতি অধ্যয়ন করে নিন।

---

[১] প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত, মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সুরা নিসার ৩৪নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াতে স্ত্রীদের সংশোধনের জন্য তিনটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। (ক) উপদেশ দেয়া। (খ) শয্যা ত্যাগ করা, (গ) প্রহার করা। তিনি আরো লিখেছেন: অবাধ্য হলে স্বামী প্রহার করতে পারে। তবে সংশোধনের জন্য প্রহার করবে। কষ্ট দেয়ার জন্য নয়। যেমন- শিক্ষক ছাত্রকে এবং মা-বাবা সন্তানকে সংশোধনের জন্য প্রহার করে। অপরাধ ছাড়া স্ত্রীকে প্রহার করা নিষেধ। যার কারণে **আল্লাহ্ তায়ালা**র নিকট জবাবদিহি করতে হবে। (তাফসীরে নঈমী, ৫ম খন্ড, ৬১ পৃষ্ঠা) বাহারে শরীয়াতে বর্ণিত রয়েছে: স্ত্রী নামায না পড়লে স্বামী প্রহার করতে পারবে, সাজসজ্জা (স্বামীর জন্য) না করার কারণে প্রহার করতে পারবে এবং অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণেও প্রহার করতে পারে। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(১০) নিজের জন্য কোন ধরণের প্রশ্ন স্বামীকে করে তার বোঝার পাত্র হবেন না, হ্যাঁ যদি সে নির্ধারিত অধিকারগুলো আদায় না করে তবে দাবি করতে পারবে।

(১১) মেহমানদের সেবা-যত্ন সৌভাগ্য মনে করবেন। তাদের খরচাদির ব্যাপারে স্বামীর উপর অনর্থক বোঝা চাপাবে না। নিজের পিতা (অর্থাৎ সগে মদীনা) কাছে চেয়ে নিবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বিমুখ হবেন না এবং যদি তিনি খুশি মনে সন্তুষ্ট হয় তবে তার সৌভাগ্য হবে।

(১২) স্বামীর অনুমতি ছাড়া কখনো ঘর থেকে বের হবে না।

(যদি ইচ্ছা হয় তবে ইসলামী বোনদেরকে এই লিখাটি ফটোকপি করে দিতে পারেন)

(৩ সফরুল মুযাফ্ফর ১৪২৮ হিঃ)

বিয়ে উপলক্ষ্যে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে নতুন বরকে দেওয়া লিখিত চিঠি[১]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط সগে মদীনা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী عُفِيَ عَنْه এর পক্ষ থেকে গোলামে মুস্তফা, গাদায়ে গাউছুল ওয়ারা, ছায়েলে বারেগাহে ইমাম আহমদ রযা এর আনন্দময় খেদমতে মদীনায়ে পাক زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর মনোরম পরিবেশ এবং মক্কায়ে মুকার্‌রমা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর সুগন্ধি বাতাসের বরকত, সম্মান, সুউচ্চ সৌভাগ্য ও কারামতে ভরা সুন্দর ও সুগন্ধিময় সালাম:

[১] এই চিঠিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ عَلٰى كُلِّ حَال

আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে মদীনায়ে মুনাওয়ারার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا সর্বদা বসন্তের ফুল ও আলোকিত কাটার মত আন্দোলিত হাস্যোজ্জ্বল ও সুউজ্জ্বল রাখুক। **আল্লাহ্ তায়ালা** আপনাকে এমন মাদানী বাহার দান করুক, যেন অবনতি আপনার দিকে চোখ তুলে না থাকায়। **আল্লাহ্ তায়ালা** আপনাকে বার বার হজ্জের সৌভাগ্য এবং মদীনায়ে পাকের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا পবিত্র দৃশ্য দেখান, **আল্লাহ্ তায়ালা** আপনার উপর সব সময়ের জন্য সন্তুষ্ট থাকুন। আপনাকে জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদোউসের মধ্যে **মাদানী মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান করুক। আপনার বক্ষ মদীনা হোক এবং মদীনায়ে পাক زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর বাবলা গাছের উসীলায় এই সমস্ত দোয়া আমি গুনাহগারের হকেও কবুল হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আপনার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যানের জন্য **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৬টি প্রিয় বাণী উপস্থাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করছি:

মদীনা (১): "তোমরা যা কিছুই **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য খরচ করবে, তোমাদেরকে তার সাওয়াব দেওয়া হবে। এমন কি যা কিছু তোমরা নিজের স্ত্রীর মুখে দিবে তার সাওয়াবও দেওয়া হবে।"

(সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৫৬৬৮)

www.dawateislami.net

মদীনা (২): "পবিত্রতা চেয়ে নিজেই নিজের জন্য যা কিছু খরচ করে, তবে এটা তার জন্য সদকা এবং সে নিজের স্ত্রী, পুত্র এবং ঘরের সদস্যদের জন্য যা খরচ করে তবে এটাও সদকা।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩য় খন্ড, ৩০২ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৪৬৬৬)

মদীনা (৩): "মানুষ যদি তার স্ত্রীকে পানিও পান করায় তবে সে এটারও প্রতিদান পাবে।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ, মুসনদে শামীন, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৭১৫৫)

দুর্ভাগ্যবশত আজকাল অধিকাংশ মানুষ ছেলেরই আশা করে থাকে, যদি মেয়ে জন্ম গ্রহণ করে, তবে অশুভ মনে করে। মেয়ের ফযীলত পড়ুন আর আন্দোলিত হোন;

মদীনা (৪): "যার কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে আর সে তাকে জীবন্ত দাফন করেনি এবং তাকে অসম্মানও করেনি এবং ছেলেদেরকে তার উপর প্রাধান্য দেয়নি। তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" **(আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৫১৪৬)**

মদীনা (৫):"যাকে **আল্লাহ্ তায়ালা** কন্যা সন্তান দান করেছেন এবং যদি সে তাদের প্রতি দয়া করে, তবে ঐ কন্যা সন্তানেরই তার জন্য জাহান্নামের আগুনের প্রতিবন্ধক হবে।"

(মিশকাত, ২য় খন্ড, ২১০ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৪৯৪৯)

মদীনা (৬): "যার তিনটি মেয়ে বা তিন বোন রয়েছে এবং সে যদি তাদের প্রতি উত্তম আচরণ করে তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" **(জামেউত তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৯১৯)**

www.dawateislami.net

স্ত্রীর মন্দ চরিত্রের উপর ধৈর্য ধারণ করুন আর সাওয়াব অর্জন করুন!

হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান খেরকানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রসিদ্ধির কথা শুনে এক শিষ্য ভ্রমন করে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তার ঘরে উপস্থিত হলেন। দরজায় করাঘাত করলেন এবং আসার উদ্দেশ্য জানালেন। তার স্ত্রী বললেন: তিনি জঙ্গলে লাকড়ীর জন্য গিয়েছেন এবং সে হযরতের মন্দ স্বভাবের কথা বলতে লাগলেন। ঐ শিষ্য ভারাক্রান্ত মনে জঙ্গলের দিকে গেলেন, দেখলেন দূর থেকে এক ব্যক্তি আসছেন, তার পিছনে একটি বাঘ আসছে, বাঘের পিঠে লাকড়ীর বোঝা ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দূর থেকেই বললেন: আমিই আবুল হাসান খেরকানি, যদি আমি আমার বদ মেজাজী স্ত্রীর বোঝা সহ্য না করতাম তবে বাঘ কি আমার বোঝা উঠাতো? (তাজকিরাতুল আউলিয়া, ১৭৪ পৃষ্ঠা)

সাবধান! পরিবার পরিজনদের শরীয়াতের প্রয়োজনীয় হুকুম-আহকাম শিখানো আবশ্যক। তার একটি মাধ্যম হলো দাওয়াতের ইসলামীর "মাদানী চ্যানেল" **T.V** শুধু এই উদ্দেশ্যেই নেওয়া যেতে পারে এবং এতে সব চ্যানেল বন্ধ করে দিয়ে শুধুই মাদানী চ্যানেল রাখা যাবে। যদি আল্লাহ্ না করুক! তাদের শুধুই দুনিয়াবী জ্ঞান শিখানো হয় আর গুনাহ থেকে দূরে রাখার পরিবর্তে নিজেই গুনাহের উপকরণাদী উদাহারণ স্বরূপ: সিনেমা, নাটক ইত্যাদি দেখার জন্য **T.V** এবং **V.C.R** ইত্যাদি ঘরে রাখা হয় এবং শয়তানের প্ররোচনায় পতিত হয়ে যে, যদি ঘরের **T.V** ইত্যাদির ব্যবস্থা করা না হয়, তবে

www.dawateislami.net

তোমাদের ছেলে-মেয়ে অন্যের ঘরে গিয়ে সিনেমা দেখবে আর নিজ পরিবার পরিজনকে সুদ, ঘুষ বা হারাম উপার্জনের টাকা খাওয়ানো হয়, তবে আখিরাত মন্দ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একটি শিক্ষণীয় বর্ণনা পড়ুন আর **আল্লাহ্ তায়ালা**র ভয়ে কেপে উঠুন:

কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে উপস্থিত করা হবে। তার স্ত্রী পুত্ররা অভিযোগ করবে, "হে **আল্লাহ্!** তিনি আমাদের শরীয়াতের কোন হুকুম-আহকাম শিখাননি এবং তিনি আমাদের হারাম উপার্জন থেকে খাওয়াতেন, কিন্তু আমরা জানতাম না। এই কারণে ঐ ব্যক্তিকে এমন শাস্তি দেওয়া হবে যে, তার চামড়া তো চামড়া এমন কি তার মাংস উঠে যাবে। অতঃপর তাকে মীযানের মানদন্ডে নিয়ে যাওয়া হবে। ফেরেশতারা তার পাহাড় সমপরিমাণ নেকী নিয়ে আসবেন। তখন পরিবার পরিজনের পক্ষ থেকে একজন তার নেকীগুলো থেকে কিছু নিয়ে নিবে। দ্বিতীয়জন আসবে সেও তা থেকে নেকী নিয়ে তার অপূর্ণতা পূর্ণ করবে। এমনি করে তার সব নেকী তার পরিবার-পরিজনরা নিয়ে নিবে। এখন সে তার সন্তানদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বলবে: আফসোস! এখন আমার ঘাড়ে শুধুমাত্র ঐ গুনাহগুলোই রয়েছে, যা আমি তোমাদের জন্যই করেছিলাম, ফেরেশতারা ঘোষণা দিবে এই হলো সেই ব্যক্তি যার সমস্ত নেকী তার সন্তান-সন্ততিরা নিয়ে নিয়েছে, আর সে তাদের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করছে। **(কুররাতুল উয়ুন, অষ্টম অধ্যায়, ৪০১ পৃষ্ঠা)**

নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তি বড়ই দুর্ভাগা, যে নিজের সন্তানদেরকে সুন্নাত অনুসারে চলার শিক্ষা দেয় না এবং নিজ স্ত্রীকে যতটুক সম্ভব

www.dawateislami.net

পর্দা ও অন্যান্য ব্যাপারে হুকুম-আহকাম শিক্ষা দেয় না। বরং আজ ফ্যাশনের সরঞ্জামাদি নিজেই এনে রাখে। মেকআপ করিয়ে পর্দাহীন অবস্থায় স্কুটারে বসায়, শপিং সেন্টারগুলোর শোভাবর্ধন করে এবং নারী-পুরুষের বিনোদন কেন্দ্রে ঘুরাফিরা করে। মনে রাখবেন! যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজের কন্যা ও মুহরিমদেরকে পর্দাহীনতার জন্য বাধা দেয় না সে হলো দায়্যুছ। দায়্যুছের ব্যাপারে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اَبَدًا اَلدَّيُّوْثُ وَالرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ (আত তারগীব ওয়াত তাবহীব, ৩য় খন্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮) অর্থাৎ তিন ব্যক্তি কখনো জান্নাতে যাবে না, দায়্যুছ ও পুরুষের বেশধারী নারী এবং মধ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি।" হযরত আল্লামা আলাউদ্দিন হাসকাফি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: دَيُّوْثٌ هُوَ مَن لَّا يَغَارُ عَلٰى اِمْرَ أَتِهٖ اَوْ مَحْرَمِهٖ (দুরুল মুখতার, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ দায়্যুছ ঐ ব্যক্তি, যে নিজের স্ত্রী বা কোন মুহরিমের প্রতি আত্মমর্যাদা বোধ প্রকাশ করে না।

জানা গেলো, যে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজ স্ত্রী, মা-বোন এবং যুবতী মেয়ে ইত্যাদিকে গলিতে, বাজারে, শপিং সেন্টারে, বিনোদন কেন্দ্রে পর্দাহীন চলাফেরা করতে, অপরিচিত প্রতিবেশী, না মুহরীম আত্মীয়-স্বজন, না মুহরীম চাকর, চৌকিদার ড্রাইভারদের থেকে নিঃসংকোচতা ও পর্দাহীনতার জন্য বারণ করে না, সেও মারাত্মক বোকা ও নিলর্জ্জ। দায়্যুছ জান্নাত থেকে বঞ্চিত এবং জাহান্নামের হকদার। যদি পুরুষ নিজের অবস্থান অনুসারে নিষেধ করেন। কিন্তু তারা তা অমান্য করে, এমতাবস্থায় তার উপর কোন অভিযোগ থাকবে না, তিনি দায়্যুছও না।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ না করুক! বউ শাশুড়ীর মধ্যে যদি মত বিরোধ হয়ে যায়, তবে এক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের রশি কখনো ছাড়বেন না। মাকে কখনোই অপমান করবেন না। এই অবস্থায় মায়ের ফরিয়াদ শোনে স্ত্রীকেও মারবে না। শুধুমাত্র নম্রতার মাধ্যমে কাজ আদায় করবেন। কখনো যাতে এমন না হয়, যে বাজী হাত থেকে চলে যায় আর কান্নার দিন আসে। ঘরের সকল সদস্যকে আমার সালাম।

اَلسَّلَامُ مَعَ الْاِكْرَام

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

বিয়ে উপলক্ষ্যে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে ইসলামী বোনদেরকে দেওয়া লিখিত চিঠি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط সগে মদীনা মুহাম্মদ ইল্ইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী عُفِيَ عَنْه এর পক্ষ থেকে দরবারে মদীনা কি ভিখারিনী, কানিজে গাউছে যমন, খাদেমায়ে শাহেনশাহে যুল মানান এর খেদমতে মদীনায়ে মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا হাস্যোজ্জ্বল বাহার এবং মক্কায়ে মুকার্‌রমা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا সুবাসিত বালি এবং সেখানকার সুন্দর সারিবদ্ধ পাহাড়ের বরকতে সুবাসিত সালাম:

www.dawateislami.net

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ عَلٰى كُلِّ حَال

আল্লাহ্ তায়ালা আপনার উভয় জগতের খুশিকে স্থায়ী রাখুক। আপনার খুশিকে দীর্ঘস্থায়ী করুক। **আল্লাহ্ তায়ালা** আপনাকে মদীনায়ে মুনাওয়ারার ফুটন্ত ফুলের মত সর্বদা হাসোজ্জ্বল রাখুক। আপনার রোগ সমূহ, ঘরের সমস্যা, দারিদ্রতা ঋণগ্রস্থতা দূর হোক। বৈবাহিক জীবন সুখের হোক, কোলে নেককার সন্তান আসুক, বার বার হজ্বের সৌভাগ্য নসীব হোক আর প্রিয় মদীনাকে চুমু দেওয়ার সৌভাগ্য দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আপনার দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য শুধুমাত্র সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে আবেদন করছি যে, আপন স্বামীর সেবার ব্যাপারে অলসতা করবেন না। এই ব্যাপারে **মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৬টি সুবাসিত বাণী উপস্থাপন করছি:

মদীনা (১): "ঐ সত্ত্বার শপথ! যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, যদি স্বামীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীর আহত হয়, যেখান থেকে রক্ত ও পুঁজ প্রবাহিত হচ্ছে। অতঃপর স্ত্রী যদি তা চেটে নেয়। তবুও স্বামীর হক আদায় হবে না।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩১৮, হাদীস:১২৬১৪)

মদীনা (২): হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে আরয করেন: যে দু'জন মহিলা এই প্রশ্ন করার জন্য দরজায় দাঁড়ানো আছে। যদি তারা নিজের স্বামী ও

www.dawateislami.net

অসহায় ইয়াতীমের জন্য সদকা করে, তবে তাদের পক্ষ থেকে কি সদকা আদায় হয়ে যাবে? তখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: "ঐ মহিলারা কারা?" হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ আরয করলেন: আনসারদের এক মহিলা ও যয়নব। তখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "ঐ দুইজনের জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে, একটি আত্মীয়তার সম্পর্কের অন্যটি হলো সদকার।"

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফাদলুল নফকাহ, ৫০১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০০০ সংক্ষেপিত)

মদীনা (৩): "স্বামী স্ত্রীকে ডাকলো, কিন্তু স্ত্রী সাড়া দিলো না আর স্বামী রাগান্বিত হয়ে রাতে অতিবাহিত করলো, তবে ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত ঐ মহিলার প্রতি অভিশাপ দিতে থাকে। (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩২৩৭) অন্য বর্ণনায় রয়েছে: স্বামী যতক্ষণ পযর্ন্ত তার উপর সন্তুষ্ট হবে না, **আল্লাহ্ তায়ালা** ঐ মহিলার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুন নিকাহ, কিছমুল আকওয়াল, ১৬তম খন্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৪৯৯৮)

মদীনা (৪): "আর (স্ত্রী) স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের হবে না। যদি হয়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা করবে না, **আল্লাহ্ তায়ালা** ও ফেরেশতাগণ তার ওপর অভিশাপ দেন।" আরয করা হলো: যদি স্বামী অত্যাচারী হয়? ইরশাদ করেন: "যদিও অত্যাচারী হয়।" (মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, ৩য় খন্ড, ৩৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩) কথায় কথায় রাগ করে যে সমস্ত মহিলারা বাপের বাড়ী ফিরে আসেন, তাদের জন্য উল্লেখিত হাদীস যথেষ্ট।

www.dawateislami.net

মদীনা (৫): "তিন ধরণের লোকের নামায **আল্লাহ্ তায়ালা** কবুল করেন না, প্রথমে ঐ মহিলা যে নিজের স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের হয়। দ্বিতীয় হলো পলাতক গোলাম। আর তৃতীয় হলো ঐ বাদশাহ, যার প্রজারা তাকে অপছন্দ করেন।" (কানযুল উম্মাল, ১৬তম খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৩৯১৯) হয়তো কোন ইসলামী বোনের অন্তরে এই কুমন্ত্রনা আসতে পারে যে, শুধুই মহিলাদের উপর পুরুষের হক রয়েছে? পুরুষদের উপর মহিলাদের জন্য কোন হক নেই! তবে পড়ুন:

মদীনা (৬): "কোন মু'মিন কোন মু'মিনা স্ত্রীকে শত্রু জানবে না। যদি তার কোন স্বভাবে অসন্তুষ্ট হয়, তবে অন্য কোন স্বভাবের দ্বারা সন্তুষ্ট হবে।" (সহীহ মুসলিম, ৭৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৬৯)

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেছেন: سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ কেমন চমৎকার শিক্ষা! উদ্দেশ্য হলো, ত্রুটিমুক্ত স্ত্রী পাওয়া অসম্ভব। এই কারণে যদি স্ত্রীর মধ্যে দুই একটি মন্দ স্বভাব পাওয়া যায় তবে তা সহ্য করুন, কিছু ভালো স্বভাবও পাবেন। এখানে মিরকাত প্রণেতা বলেন: যে দোষমুক্ত সঙ্গীর অন্বেষণে থাকে তবে সে পৃথিবীতে একাই থেকে যাবে। আমরাতো নিজেরাই হাজার মন্দ স্বভাবে ভরপুর। প্রত্যেক বন্ধু, প্রিয় মানুষের মন্দ স্বভাব ক্ষমা করুন। ভালো গুণের প্রতি দৃষ্টি রাখুন। সংশোধনের জন্য চেষ্টা করুন। দোষ মুক্ত হলেন একমাত্র আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। (মিরআতুল মানাজিহ, ৫ম খন্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

নিচের পাঁচটি মাদানী ফুলও আপনার অন্তরের মাদানী পুষ্পগুচ্ছে সাজিয়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঘর শান্তির নীড়ে পরিণত হয়ে যাবে।

মদীনা (৭): শাশুড়ী ও ননদের সাথে কখনো ঝগড়া করবেন না। তাদের খুব সেবা করবেন। যদি তারা বিদ্রুপ করে, তবে চুপ থাকবেন।

মদীনা (৮): শাশুড়ী অব্যশই ধমক দিবে তখন নিজের মায়ের মতো মনে করবেন, তিনি যদি ধমক দিতেই থাকেন তবে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হয়ে যাবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

মদীনা (৯): আপনি কখনো শাশুড়ী রেগে গেলে রাগান্বিত হয়ে জবাব দিলে তবে তা পুনরায় নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।

মদীনা (১০): শ্বশুর বাড়ীর মন্দ আচরণ সমূহ বাপের বাড়ীতে আলোচনা করা মানে ধ্বংসকে স্বাগতম জানানো। তাই ধৈর্যের সাথে সাথে ঐ নিয়মনীতির মধ্যে থাকবে। এক চুপ শত সুখ। জবাবের পরিবর্তে ভালো দোয়া করতে থাকুন।

মদীনা (১১): সাধারণত আজকাল শ্বশুর বাড়ীর পক্ষ থেকে কনেকে যাদু করে থাকে। নিজের স্বামীকে কাবু করে নিয়েছে ইত্যাদি অভিযোগ করা হয়ে থাকে। **আল্লাহ** না করুক! যদি আপনার সাথে এরূপ করা হয় তবে আপনি আয়ত্বের বাইরে বের হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে হিকমত ও নম্রতার মাধ্যমে কাজ আদায় করুন। দিনের বেলায় নিজের কক্ষটি বন্ধ রাখবেন না। ঘরের অন্য সদস্যের উপস্থিতিতে নিজের স্বামীর সাথে কানাঘুষা করবেন না। স্বামীর

www.dawateislami.net

উপস্থিতিতেও চা ইত্যাদি আপন শাশুড়ী বা ননদের সাথে বসে পান করবেন। তাদের সামনে কখনো মুখে তর্কাতর্কি করবেন না রাগের কারণে বাসনকে জোরে নিক্ষেপ করবেন না। বাচ্চাদের এমনভাবে শাষন করবেন না যে, তাদের মনে এ কুমন্ত্রনা আসে যে, আমাদের শুনাচ্ছে এবং রাগ দেখাচ্ছে। ধৌত করা ও রান্না কাজে আনন্দিত ভাব দেখাবেন, উদ্দেশ্য হলো, নাপাকীকে নাপাকী দ্বারা অর্থাৎ অভিযোগকে দাঙ্গা হাঙ্গামা করে পবিত্র করার পরিবর্তে হেকমত ও সুন্দর চরিত্রের পানি দ্বারা পবিত্র করা যেতে পারে। এভাবে আপনি শ্বশুর বাড়ীতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ চোখের মনি হয়ে যাবেন এবং জীবনও সুখ সাচ্ছন্দময় হবেন। শ্বশুর বাড়ীর লোকদের জন্য দোয়া করা থেকে অলসতা করবেন না। কেননা, দোয়া দ্বারা অনেক বড় বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। নামায ও রোযার নিয়মিত আদায় করবেন। শরয়ী পর্দার ব্যাপারে গুরুত্ব দিবেন। স্মরণ রাখবেন! দেবর ও ভাসুর থেকেও পর্দা করবেন। নিজের ঘরে **ফয়যানে সুন্নাতের** দরস চালু করবেন। খুব বেশি চুপ থাকার অভ্যাস গড়ে তুলুন। অতিরিক্ত কথা বলার দ্বারা ঝগড়া হওয়ার বেশি সম্ভাবনা থাকে। ফ্যাশন করার পরিবর্তে সুন্নাতের রাস্তা অবলম্বন করুন। কেননা, এর মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। আমি গুনাহ্গারকে মদীনা শরীফের মুহাব্বত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন ও মাগফিরাতে জন্য দোয়া করুন। যদি আমার এই চিঠি আপনার পছন্দ হয় তবে এটাকে প্লাষ্টিক বাঁধিয়ে নিন এবং **আল্লাহ** না করুক কখনো যদি ঘরে ঝগড়া হয় তখন এটা পড়ে নিন। اَلسَّلَامُ مَعَ الْاِكْرَام

www.dawateislami.net

বিয়ে উপলক্ষ্যে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে ঘরের বড়দের জন্য দেওয়া চিঠি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط **আল্লাহ্ তায়ালার** বিনয়ী বান্দা এবং **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুনাহ্গার গোলাম, উম্মতের কল্যাণকামী, এখানে যার বিয়ে হতে চলেছে তার জান্নাতে প্রবেশের প্রত্যাশী, সগে মদীনা মুহাম্মদ ইল্ইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী عُفِيَ عَنْه এর পক্ষ থেকে বিয়ের আনন্দে আনন্দিত ব্যক্তিবর্গ, ঘরের সকল অভিভাবক ও পরিবারের খেদমতে সবুজ গম্বুজ চুমু খাওয়া, সৌন্দর্য্যে মন্ডিত অসংখ্য সালাম এবং অসংখ্য মোবারকবাদ।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ عَلٰى كُلِّ حَال

হে আল্লাহ্! বিয়ে বাড়ী আবাদ রাখো। **হে আল্লাহ্!** মদীনায়ে মুনাওয়ারার বসন্তের ফুলের মত বর ও কনে এবং উভয়পক্ষকে উভয় জগতে আনন্দিত রাখো। তাদের সবাইকে, সমস্ত উম্মতকে এবং আমি পাপী, গুনাহগারকে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আফসোস! শত কোটি আফসোস! আজকাল বিবাহের মতো প্রিয় সুন্নাত **আল্লাহ্**র পানাহ! অসংখ্যা গুনাহে ঘিরে রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বাগদানের সময় ছেলে আপন হাতে বাগদত্তাকে (মেয়েকে) আংটি পরিধান করিয়ে থাকে। অথচ এটা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। বিয়েতে বর আপন হাতে মেহেদী লাগিয়ে হাত

www.dawateislami.net

রঙ্গিন করে, এটাও হারাম। নারী ও পুরুষ অবাধ মিলে মিশে দাওয়াত দেওয়ার ধারাবাহিকতা রয়েছে। অনেক সময় আশেপাশে নামে মাত্র পর্দা ফেলে দেয়া হয় এবং মহিলাদের মধ্যে পর পুরুষ প্রবেশ করে খাবার বন্টন করে এবং খুব বেশি ভিডিও ফিল্ম তৈরী করে।

তাওবা! তাওবা! আজকাল বংশের যুবতী নারীরা খুব নাচ গান করে। বর্তমান সময়ে পুরুষেরা কোনো তোয়াক্কা ছাড়াই ঘরের ভিতরে আসা যাওয়া করে। নারী পুরুষ মনভরে কুদৃষ্টি দিয়ে থাকেন। না **আল্লাহ্ তায়ালার** ভয় রয়েছে, না **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর লজ্জা রয়েছে। নাটক, সিনেমা, নাচ, গান, ঢোল তবলার ফাংশন প্রত্যক্ষকারীরা স্মরণ রাখুন! এটা হারাম কাজ, এর শাস্তি সহ্য করা সম্ভব হবে না। যেমনিভাবে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিছু এমন লোক দেখলেন যাদের চোখে ও কানে পেরেক মারা ছিলো। এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে বলা হলো: এরা ঐ সমস্ত লোক, যারা তা দেখতো যা তাদের দেখা উচিত ছিলো না এবং তাই শুনতো যা তাদের শোনা উচিত ছিলো না।"

(আল মুজামুল কাবীর, ৮ম খন্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৬৬৬)

শাহানশাহে মদীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে গায়কের পাশে বসবে, কান লাগিয়ে মন দিয়ে তার গান শুনবে, তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** কিয়ামতের দিনে তার কানে শিশা ঢেলে দিবেন।" **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল লাহবে ওয়াল লাবে, ৮ম খন্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৬৬৬)**

ফিল্ম দেখে অউর জু গানে ছুনে,
কিল উছ কি আকঁ কানো মে ঠুকে।

www.dawateislami.net

আফসোস! সিনেমার গানের উৎসব এবং সঙ্গীত রেকর্ডের বৃত্তিতে আজকাল অনেক বিয়ে হয়ে থাকে। যদি কেউ বুঝায় তবে অনেক সময় উত্তর আসে, বাহ! সাহেব আল্লাহ প্রথম বারই খুশি দেখিয়েছেন আর গান বাজনা করবো না! ব্যস, আনন্দ উৎসবের সময় সব কিছু চলে। (**আল্লাহ্**র পানাহ!) মুসলমানরা! খুশির সময় **আল্লাহ্র** শোকর আদায় করতে হয়, যাতে আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয়, নাফরমানী নয়। **আল্লাহ্** না করুক! এই নাফরমানীর কারণে এক মাত্র কন্যা কনে হওয়ার অষ্টম দিনে অসন্তুষ্ট হয়ে বাপের বাড়ীতে চলে আসে। কয়েক দিন পরে তিন দিনের মাথায় তালাকের চিঠি এসে বাড়ীতে পৌঁছে আর সমস্ত আনন্দ ধূলিতে মিশে যায়। অথবা ধূমধাম করে নাচ গানের মাধ্যমে বিয়ে সমাপ্তকারী কনে প্রথমবারই বাচ্চা প্রস্রবের সময় মৃত্যুের দুয়ারে এসে পৌছতে পারে। অথবা **আল্লাহ** না করুক! বর বিয়ের প্রথমে বা কিছুদিন পর দুনিয়া থেকে চলে যেতে পারে। কেননা, মৃত্যু কাউকে বলে আসে না। একটি হৃদয় বিদায়ক ঘটনা উপস্থাপন করছি।

ঘটনাঃ এক ব্যক্তি যার ঘর কবরস্থানের পাশে ছিলো। সে তার ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে নাচ গানের আয়োজন করলো। লোকেরা নাচ গানের আনন্দ উৎসবে মগ্ন ছিলো। এমনি সময় কবরস্থানের নীরবতা বিদীর্ণ করে আরবী ছন্দ সম্বলিত এক বজ্রধ্বনি হলো, অর্থ্যাৎ "হে নাচ গানে ক্ষণস্থায়ী স্বাদ গ্রহণে মত্ত ব্যক্তিরা! মৃত্যু সমস্ত খেল-তামাশাকে নিঃশেষ করে দেয়। অনেক এমন লোক দেখেছি, যারা আনন্দ উল্লাসে ব্যস্ত ছিলো। মৃত্যু তাদেরকে তাদের পরিবার-পরিজন থেকে পৃথক করে দিয়েছে।" বর্ণনাকারী বলেন, **আল্লাহ্**র কসম!

www.dawateislami.net

কিছুদিন পর বরের ইন্তেকাল হয়ে গেলো। (ইবনে আবি দুনিয়া, কিতাবুল ইতিবার ওয়া ইকাবুচ্ছরুর ওয়াল আহজান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা, নং- ৪১) আহ! মৃত্যুর ঝড় আসল, আর ঠাট্টা, কৌতুক, ধূমধান উৎসব, সংগীতের আওয়াজ, বিয়ের হাসাঁ হাঁসি, অট্ট হাঁসি, আনন্দ উল্লাস, অনেক আশা-আকাংখা, খুশির সমস্ত উপকরণকে উড়িয়ে নিয়ে গেলো। বর মৃত্যুের তীরে পৌঁছে গেলো, আর আনন্দ ভরা ঘর মুহূর্তেই মাতম ঘরে পরিণত হলো।

তুম খোশি কি ফুল লউগে কব তলক,
তুম ইয়াহা জিন্দা রহোগে কব তলক।

এই ঘটনা শুনে বিয়েতে অনর্থক অনুষ্ঠান আয়োজনকারী এবং এতে অংশগ্রহণ করে গান বাজনা শুনে হেসেঁ হেসেঁ আনন্দের স্লোগানকে উচ্চকারীদের চোখ খুলে যাওয়া উচিত। স্মরণ রাখবেন! হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত: যে হেসে হেসে গুনাহ করবে, সে কেঁদে কেঁদে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

(মুকাশেফাতুল কুলুব, আল বাবুছ ছাদিস ওয়াস সামানোনা, ফিদ্বেহেক ওয়া বাকায়ি ওয়াল বছে, ২৭৫ পৃষ্ঠা)

চিন্তা করুন! কোন্ দম্পতি আজ সুখী। কম ও বেশি প্রত্যেকটা জায়গায় ঝগড়া, কোথাও বউ শাশুড়ীর মধ্যে যুদ্ধ, কোথাও ননদ-ভাবীর মধ্যে যুদ্ধ, কথায় কথায় রেগে যাওয়ার অভ্যাস, একে অপরকে যাদু টোনার অভিযোগ, এইগুলো বিয়ের মধ্যে শরীয়াত বিরোধী কর্মকান্ডের ফলাফল নয় কি? কেননা আজকাল যার বিয়ে হয়, তার বিয়েতে এত গুনাহ সংগঠিত হয়, যা গণনা করা যায় না। হাত জোড় করে আমার মাদানী অনুরোধ, ঘরের প্রত্যেক সদস্য দুই রাকাত

www.dawateislami.net

তাওবার নামায আদায় করে বিনীতভাবে **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে তাওবা করুন এবং আগামীতে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য ওয়াদা করুন।

৯টি মাদানী ফুল

(১) বউয়ের উচিত শাশুড়ী ও ননদকে নিজের মা ও বোনের মতো ভালবাসা। (২) বউয়ের উপস্থিতিতে মা ও মেয়ে কানাঘুষা করা বউয়ের অন্তরে কুমন্ত্রনা জাগ্রত হওয়ার কারণ এবং তার অন্তরে বঞ্চিত হওয়ার অনুভূতি সৃষ্টিকারী আর এমনিভাবে তার অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। (৩) বউ যতক্ষণ পর্যন্ত শাশুড়ীর মেয়ের চেয়ে বেশি শাশুড়ীর ভালবাসা পাবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার শাশুড়ী ও ননদের মধ্যে অন্তরঙ্গ হওয়া খুবই কঠিন। (৪) শাশুড়ী কখনো ধমক দিলে তখন বউয়ের উচিত নিজের মায়ের ধমক মনে করে সহ্য করা। (৫) যদি কখনো বউ বে-আদবী করে, তবে শাশুড়ীর উচিত নিজের মেয়ে মনে করে ক্ষমা করে দেওয়া। (৬) ভূল করেও কারো মুখ দিয়ে এই শব্দ যেন বের না হয় যে, "বউ তাবিয করেছে" নতুবা ঝগড়া বাড়বে এবং শান্তি বিনষ্ট হতে পারে। (৭) **আল্লাহ** না করুক! যদি কখনো ঘরে তাবিজ পাওয়া যায় তবে শরীয়াতের প্রমাণ ব্যতিরেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া জায়েজ নেই যে, বউ করেছে। (৮) বিশ্বাস করুন! এমনটি শয়তানও করতে পারে যে, ঘরের যে কোনো সদস্যের হাত লেগে যাক এবং ঘরে ঝগড়া বেঁধে যাক। (৯) দেবর ও ভাসুর থেকে ভাবীর পর্দা না করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। যদি শ্বশুড় শাশুড়ী ও অন্য কেউ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বাধা না দেয় তবে নিজেরাই গুনাহগার হবে।

www.dawateislami.net

৪টি মাদানী অনুরোধ

(১) ঘরের সকল সদস্যকে এই চিঠিটা পড়ে শুনিয়ে দেয়া উচিত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক ইজতিমায় নিয়মিতভাবে উপস্থিত হওয়ার মাদানী অনুরোধ রইলো। (২) ঘরের সকল সদস্য নিয়মিত নামায রোযা আদায় করবে, আর প্রত্যেক মাসে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে জমা দিবে। মাক্তাবাতুল মদীনা কর্তৃক জারিকৃত সুন্নাত ভরা বয়ানের ক্যাসেট কমপক্ষে একটি হলেও অবশ্যই প্রতিদিন শুনবে। (৩) সতকর্তার সাথে এই চিঠিটি যত্ন করে সংরক্ষণ করবেন। **আল্লাহ** না করুক! ঘরে কখনো যদি অমিল হয়ে যায় তখন কমপক্ষে শেষের নয় মাদানী ফুল পড়ে নিবেন। (৪) ঘরের প্রত্যেক পুরুষ যাদের বয়স বিশ বছরের বেশি হয়েছে, তারা প্রত্যেক মাসের তিন দিন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করবেন। اَلسَّلَامُ مَعَ الْاِكْرَام

মাদানী ছেহ্‌রা (ইসলামী ভাইদের জন্য)

(শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه**) বলেনঃ**

(এই ফুলে ফুলে সজ্জিত গাড়ীতে আরোহন করে আনন্দে-উৎফুল্লে সুসজ্জিত নববধূর কক্ষে গমণকারী বর! অতি সত্তর তোমাকে ফুলে ফুলে ভরপুর জানাযায় আরোহন করে কীট পতঙ্গে ভরপুর অন্ধকার করবে যেতে হবে। গুনাহগার আত্তারের মতে, প্রকৃত খুশী হলো কবরের মধ্যে ঈমান সহকারে যাওয়া। হায়! আফসোস! বাক্বী)

www.dawateislami.net

ফজলে মাওলা ছে গোলাম আহমদ রযা দুলহা বনা,
খোশ নুমা খোশ রঙ্গফুলো কা হে ছর ছেহ্‌রা ছাজা।
ইনকি শাদী খানা আবাদী হো রব্বে মুস্তফা,
আয পায়ে গাউছুল ওরা বেহ্‌রে ইমাম আহমদ রযা।
ইনকি যওজা ইয়া খোদা করতি রহে পরদা ছাদা,
ইনকি বিবি কো ইলাহী বখশ তওফীকে হায়া।
তু সদা রাখনা সালামত ইন কা জুড়া ইয়া খোদা,
ঘর কে ঝগড়ো ছে বাচানা তু উনহী রাব্বুল উলা।
ইনকো খোশিয়া দু জাহা মে তু আতা কর কিবরিয়া,
ইনপে রঞ্জগম কি না ছাহায়ে কভী কালি ঘঠা।
আফতে ফেশন ছে হার দম ইন কো তু মাওলা বাঁচা,
ইয়া ইলাহী। ইন কা ঘর ঘেহওয়ারায়ে সুন্নাত বানা।
উন কো উম্মত মে ইজাপে কা ছবব মাওলা বানা,
নেক আউর পরহিযগার আওলাদ করদে তু আতা।
সাদগী ছে ইছ তরেহ ঘর ইন কা মেহেকে ইয়া খোদা,
ফুল জেইছা মেহেকতি হে মদীনে কে ছদা।
ইয়ে গোলামে আহমদ রযা জবতক ইয়াহা জিন্দা রহে,
খোব খেদমত সুন্নাতো কি ইয়ে ছদা করতা রহে।
ইয়া ইলাহী! দে সাআদাত ইন কো হজ্জ কি বার বার.
বার বার ইন কো দেখা মিঠে মুহাম্মদ (ﷺ) কা দিয়ার।
হো বাক্বীয়ে পাক মে দুনো কো মদফন বি আতা,
সবজে গুম্বদ কা তুজে দেতা হো মাওলা ওয়াস্তা।
ইয়ে মিয়া বিবি রহে জান্নাত মে একজা আয় খোদা,
ইয়া ইলাহী! হে ইয়েহী আত্তার কি দিল কি দোয়া।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মাদানী ছেহ্‌রা (ইসলামী বোনদের জন্য)

(শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) বলেনঃ

তুজ কো শাদী মোবারক আব হে তেরী রুখছতী,
রুখছতী মে তেরি পানহা রুখছত হে কবর কি।[১]

ঘর তেরা হো মুশকুবার আউর যিন্দেগী ভি পুর বাহার,
রব হো রাজী খোশ হো তুজ ছে দু জাহা কে তাজেদার।

মেরী বেটি কা খোদায়া ঘর ছাদা আবাদ রাখ,
ফাতেমা যাহরা কা সদকা দু জাহা মে শাদ রাখ।

ইয়ে মিয়া-বিবি ইলাহী মকরে শয়তান ছে বাছি,
ইয়ে নামাযী ভি পড়হি আউর সুন্নাতো পর ভি ছালি।

ইয়ে মিয়া-বিবি ছলি হজ্জ কো ইলাহি! বার বার,
বার বার ইন কো দেখা মিঠা মদীনা কিরদগার।

মায়কা ওয়া ছুছরাল তেরী দুনো হি খোশহাল হো,
দু জাহা কি নেয়মতো ছে খুব মালা মাল হো।

আপনি শওহর কি ইতাআত ছে না গাপলত কর না তু,
হাঁশর মে পছতায়েগী আয়ে পিয়ারি বেটি ওয়ারনা তু।

মেরী বেটি! ইয়া ইলাহী! না বনে গুচ্ছে কি তেজ,
ইয়ে করে ছুছরাল মে হার দম লড়ায়ী ছে গুরিজ।

ইয়াদ রাখ! তু আজ ছে বস তেরা ঘর ছুছরাল হে,
নফরতে ছুছরাল ছুন লে আফতো কা জাল হে।

মা ছমজ কর ছাছ কো, খিদমত জু করতি হে বহো,
রাজ ছারে ঘর পে ছুন লে তো ওহ করতি হে বহো।

---

[১] মনে রেখো! আজকে যেভাবে তোমাকে কনে বানিয়ে ফুল সজ্জা বাসর ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ঠিক তেমনিভাবে অচিরেই তোমার মৃত দেহকে (জানাযা) ফুল সজ্জা করে অন্ধকার কবরে নিয়ে যাওয়া হবে।

তু খুশিকে ফুল লিগী কব তলক, তু ইহা জিন্দা রহেগী কব তলক!

www.dawateislami.net

ছাছ আউর নান্দো কি খিদমত করকে হুজা কামিয়াব,
ইন কি গীবত করকে মত কর বেইটনা খানা খারাব।
ছাছ আউর নান্দিই আগর সখতি করি তো সবর কর,
সবর কর বস সবর কর চলতা রহেগা তেরা ঘর।
ছাছ আউর নান্দো কা শেকওয়া আপনে মেহ্‌কে মে না কর,
ইস তরে বরবাদ হো সাকতা হে বেটি তেরা ঘর।[১]
মায়কে কি মত কর ফজায়েল তু বয়ান ছুছরাল মে,[২]
আব তো ইছ ঘর কো ছমজ আপনাহি ঘর হার হাল মে।
ছাছ ছিখি তো ভি বেপরি আউর লড়ায়ি টেহেন গি,
হে কাহা ভুল এক কি দু হাত ছে তালী বাজী।
ইয়াদ রাখ তু নে আগর খুলী যবা ছুছুরাল মে,
ফছ কে রাহ জায়ে গি বেটি কদইয়ু কে জঞ্চাল মে।
মেরী পিয়ারি বেটি ছুন ফয়যানে সুন্নাত পড় কে তু,
ইলতিজা হে রোজ দেনা দরস আপন ঘর পে তু।
ঘর নছীহত পর আমল আত্তার কি হোগা তেরা,
اِنْ شَآءَ الله আপনে ঘর মে তু সুখী হগি সদা।

---

[১] যদি আল্লাহ না করুক শ্বশুড় বাড়িতে কোন ঝগড়া হয়ে যায়, তবে বাপের বাড়িতে এর আক্রোশ প্রকাশ করাতে এই আশংকা রয়েছে যে, মা বোন সহানুভূতি প্রকাশ করবে এবং তাদের উস্কানি পাওয়াতে আরো ক্রুদ্ধ হয়ে যাবে আর এভাবে ঝগড়া দূর হওয়ার পরিবর্তে আরো বৃদ্ধি পাবে, এবং এর ফলে সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে, আজকাল এভাবেই সংসার ভাঙ্গছে, তাই সগে মদীনা এই উপদেশ করার সাহস করেছে। (কেউ শুনুক বা না শুনুক, প্রতিদিন ফয়যানে সুন্নাতের দরস অব্যাহত রাখার মাদানী অনুরোধ রইলো।)

[২] নিজের মা, বাবা, ভাই, বোনের দানশীলতার কথা সাধানরত বউয়ের শ্বশুর বাড়িতে বলে থাকে, যাতে শ্বশুর বাড়ির লোকদের শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে যে, সে তোমাদেরকে শুনাচ্ছে এবং খোঁটা দিচ্ছে, কেননা তোমরা তো কৃপন এবং বিবেকহীন। আর এভাবেই ঘৃণার ভিত্তি আরো দৃঢ় হয়ে যায়। বউয়ের মুখ ফুলিয়ে রাখাও ফ্যাসাদের কারণ হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে শ্বশুর বাড়ির মানুষের সামনে নিজের সন্তানকে অভিশাপ দেয়া থেকেও বিরত থাকুন, কেননা অনেক সময় শ্বশুর বাড়ির লোকেরা মনে করে যে, এটা আমাদেরকে শুনাচ্ছে, অতঃপর ঝগড়া শুরু হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

ঘর শান্তির নীড়ে কিভাবে পরিণত হবে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ৬ যিলকদ ১৪২৮ হিজরি ১৭ ডিসেম্বর ২০০৭ ইংরেজি রোজ সোমবার এক ইসলামী ভাই ও তার বাচ্চার মায়ের পারিবারিক দ্বন্দ্বের সমাধান স্বরূপ উপদেশ মূলক কিছু মাদানী ফুল উপস্থাপন করেছেন। (সেগুলোর মধ্যে থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গুলো উপস্থাপিত হলো) এই মাদানী ফুল সমূহের উপর আমল করে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঘরকে প্রকৃত পক্ষে শান্তির নীড়ে পরিণত করা সম্ভব।

বিবাহিত ইসলামী ভাইদের জন্য ১৯টি মাদানী ফুল

মদীনা (১): এতে কোন সন্দেহ নেই যে, স্বামী তার স্ত্রীর বিচারক এবং তার সাথে ন্যায়নীতির মাধ্যমে কাজ আদায় করা জরুরী। বিচারকের দ্বারা (সাদা-কালো রঙের মানুষ) সবকিছুর মালিক হওয়া উদ্দেশ্য নয়।

মদীনা (২): মহিলা পাজরের বাকা হাঁড় থেকে সৃষ্টি। তার অন্তরের অবস্থা বুঝে তার সাথে ব্যবহার করবেন। নিজের চিন্তা চেতনার উপর নির্ভর করে যদি তাকে পরিমাপ করা হয় তবে ঘর চালানো কঠিন হয়ে পড়বে।

মদীনা (৩): প্রকৃতপক্ষে মহিলারা অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, সে পরিপূর্ণ ১০০% আপনার বিশ্বস্ত হবে তা মনে করা অনর্থক। এই কারণে তার ভুলত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তার প্রতি দয়া করুন।

www.dawateislami.net

মদীনা (৪): যদি লাখো ভুল করে, মুখ ভার করে বকবক করে, যদি আপনি ঘর সুন্দর দেখতে চান তবে তার সাথে ততক্ষণ পযর্ন্ত নম্র ব্যবহার করুন, যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়াত কঠোরতার নির্দেশ না দেয়।

মদীনা (৫): যদি মহিলা বাঁকা পথে চলতে থাকে আর আপনি ধৈর্য ধারণ করেন তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আখিরাতে সাওয়াবের ভান্ডার দেখবেন। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "পরিপূর্ণ মু'মিনের মধ্যে সেও, যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং নিজের স্ত্রী সাথে সবচেয়ে বেশি নম্র স্বভাবের হবে।" (জামেউত তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৩৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৫৬)

মদীনা (৬): যদি স্ত্রী আপনার পছন্দ মত রান্না না করে তবে ধৈর্যধারণ করুন। নফসের সামান্যতম স্বাদের জন্য শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া তাকে ধমক দেওয়া, তিরস্কার করা, মারধর করা আখিরাত নষ্ট হওয়ার কারণ হবে।

মদীনা (৭): যেমনিভাবে সাধারণ মুসলমানের অন্তরে কষ্ট দেওয়া হারাম, তেমনিভাবে শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর অন্তরে কষ্ট দেওয়াও জাহান্নামের হকদার হওয়ার মাধ্যম।

মদীনা (৮): যদি কখনো রাগ এসে যায় এবং স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয় অথবা শরয়ী কারণ ছাড়া হাত উঠায় তবে তাওবা করাও ওয়াজিব এবং ক্ষতিপূরণও অবশ্যক, লজ্জা না করে এবং নিজেকে উচ্চ মর্যাদাশীল না ভেবে অনুতপ্ত হয়ে তার কাছ থেকে এমনিভাবে ক্ষমা চান যেন তার অন্তর পরিস্কার হয়ে যায় এবং সে সব

www.dawateislami.net

কিছু ক্ষমা করে দেয়। প্রত্যেক জায়গায় **SORRY** বলাটা কাজ দেয় না আর বান্দার হক থেকে মুক্তিও পাওয়া যায় না, যেরূপ অপরাধ তেমন ক্ষমা চাওয়াই হলো ক্ষতিপূরণ।

মদীনা (৯): কখনো যদি আপনার ডাকে সাড়া না দেয় তখন রাগান্বিত হয়ে যাওয়াটা বোকামী, ভাল ধারণার ভিত্তিতে কাজ আদায় করে নিন। বেচারী হয়তো শুনেনি বা অন্য কোন কারণে আসতে হয়েছিল।

মদীনা (১০): যদি কখনো কাপড়ের ইস্ত্রি ঠিক না হয়, খাবারে লবণ, মরিচ কম ও বেশি হয়, তাজা খাবার রান্না করে না দেয় আগের দিন খাবার গরম করে দিলো বা ঠান্ডাই রেখে দিলো, বাসন ঠিকভাবে ধৌত করতে পারেনি, তবে কঠোরভাবে আদেশ করা বা ধমক দেওয়া ছাড়া নম্র ভাবে বুঝানো ভালবাসা বৃদ্ধি পাওয়ার মাধ্যম হয়। নফস ও শয়তানের প্ররোচনা বুঝার চেষ্টা করুন, ঘৃণা বাড়াবেন না।

মদীনা (১১): মুখে বলার কারণে যদি রাগ এসে যায় বা কথা বিগড়ে যায় তবে উভয়ে একে অপরকে লিখিতভাবে বুঝানোর পরিবেশ তৈরী করেন, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঝগড়ার আশংকা থাকবে না।

মদীনা (১২): হোটেল বা বাজারের খাবারের মত সুস্বাদু খাবার তৈরীর জন্য বাধ্য করা নফসের অনুসরণ মাত্র। আর তা তৈরী না করার কারণে তিরষ্কার, ধমক দেওয়া ও বাধ্য করে অন্তরে কষ্ট দেওয়া শয়তানকে খুশি করার মাধ্যম।

মদীনা (১৩): নিজের বাবা-মা ও অন্যান্যদের অভিযোগের ক্ষেত্রে শরীয়াতের প্রমাণ ছাড়া স্ত্রীকে ধমক দেওয়া, প্রহার করা প্রভৃতি

www.dawateislami.net

অত্যাচার আর অত্যাচারী জাহান্নামের অধিকারী। **খাতামুল মুরছালিন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "অত্যাচার জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো আমল।"

(জামেউত তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০১৬ সংক্ষেপিত)

মদীনা (১৪): নিজের কাজ নিজ হাতে করা সৌভাগ্যের কারণ ও বড় সুন্নাত।উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: **সুলতানে মক্কায়ে মুকার্‌রমা, সরদারে মদীনায়ে মুনাওয়ারা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করে নিতেন এবং নিজের জুতা মোবারক একত্রিত করে রাখতেন আর ঐ সকল কাজ করতেন যা একজন পুরুষ ঘরে করে থাকেন।

(কানযুল উম্মল, ৭ম খন্ড, ৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৫১৪)

মদীনা (১৫): ছোট ছোট বিষয়ে স্ত্রীকে আদেশ করা উদাহরণ স্বরূপ-এটা উঠিয়ে দাও, ঐটা রেখে দাও। অমুক জিনিস খুঁজে দাও ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা আর নিজের কাজ নিজ হাতে করা (এ অভ্যাস) ঘর শান্তির নীড়ে পরিণত হতে সহযোগিতা করে।

মদীনা (১৬): নিজের ছোট ছোট কাজের জন্য স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেওয়া। কাজ ও ঝাড়ু, মোচার সময়ে, আটা পিষার সময়ে, মাথা ব্যথা, সর্দি কাঁশি ও অন্যান্য রোগ হওয়ার সময়ে তাকে কাজের আদেশ দেওয়া ঘরের পরিবেশ নষ্ট করে দিতে পারে। যেমনিভাবে ঘুম আপনার কাছে প্রিয়, অলসতা হয়, **Mood of** হয়। তেমনিভাবে এসব উপসর্গ মহিলাদেরও অনুরূপ হয়, বরঞ্চ পুরুষের তুলনায় মহিলাদের ঘুম বেশি আসে এমনকি তারও রাগ আসতে পারে। এই কারণে রাগ নিয়ন্ত্রণের অভ্যাস করুন।

www.dawateislami.net

মদীনা (১৭): উভয়ে মধ্যে কারো যদি রাগ এসে যায়, তবে অপরজনের চুপ থাকাটা জরুরী। কেননা, রাগের উপর রাগ হলে অনেক সময় বিপদজনক হয়ে থাকে।

মদীনা (১৮): বাবুর্চি খানায় কাজের সময় স্ত্রীকে তিরষ্কার করা যে, আলু কাটতে জানে না, টমেটো কাটার নিয়ম জানে না। আদা কি এই ভাবে কাটে? ইত্যাদি ইত্যাদি খুবই কষ্টদায়ক ও বিরক্তিকর বিষয়। জ্ঞানী ব্যক্তি সেই, যে স্ত্রীকে বৈধ পন্থায় উৎসাহিত করে থাকে এবং নিজের কাজ করিয়ে থাকে।

মদীনা (১৯): স্বামী-স্ত্রী বাচ্চার সামনে ঝগড়া করা, তাদের চরিত্রের জন্য ধ্বংসের কারণ হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিবাহিত ইসলামী বোনদের জন্য ১৪টি মাদানী ফুল

মদীনা (১): স্বামী হলো রাজা আর স্ত্রী হলো প্রজা। তার বিপরীত যাওয়ার চিন্তাও অন্তরে আনবেন না।

মদীনা (২): যেহেতু স্বামী রাজা, তাই তার আনুগত্য আবশ্যক মনে করুন। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মহিলা যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রোযা রাখে ও নিজের ইজ্জতের সংরক্ষণ করে এবং আপন স্বামীর আনুগত্য করে, তবে জান্নাতের যে দরজায় প্রবেশ করতে চায়, করতে পারবে।"

(মুজামুল আওসাত, ৩য় খন্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৫৯৮)

www.dawateislami.net

মদীনা (৩): শরীয়াত অনুযায়ী তার প্রত্যেকটি হুকুম যদিও নফসের উপর ভারী হয়, খুশি মনে তা মাথা পেতে নিন।

মদীনা (৪): তার পছন্দনীয় খাবার তার ইচ্ছানুযায়ী খুব ভালোভাবে রান্না করে খুশি মনে উপস্থাপন করে তার অন্তরে আনন্দ প্রবেশ করিয়ে অসংখ্য সাওয়াবের মালিক হোন। হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালাত, নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ্ তায়ালার** নিকট ফরয সমূহ আদায় করার পর সবচেয়ে উত্তম আমল হলো; মুসলমানের অন্তরে খুশি প্রবেশ করানো।"

(আল মুজামুল কবীর, ১১তম খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১০৭৯)

মদীনা (৫): তার প্রতিটি কাজ, যা শরীয়াতে বৈধ যদি তা আপনার নিকট খারাপ লাগে, তবে তা শয়তানের কুমন্ত্রনা মনে করে لَاحَوۡلَ শরীফ পড়ে শয়তানের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করুন।

মদীনা (৬): কোন ভুল-ত্রুটির কারণে, স্বামী যদি ধমক, তিরস্কার করে বা মারধর করে, তবে হাঁসি খুশিভাবে তা সহ্য করে নিন। এতে আপনার আখিরাতের কল্যাণের সাথে সাথে দুনিয়ার কল্যাণও রয়েছে এবং اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ ঘর শান্তির নীড়ে পরিণত হবে।

মদীনা (৭): যদি সামনে মুখে বকবক করে, মুখ ভার করে, বাসন নিক্ষেপ করে, স্বামীর রাগ বাচ্চার উপর প্রকাশ করে আর এমনিভাবে অন্যান্য অনৈতিক কার্যকলাপ করে, তবে এতে অবস্থা সুন্দর হওয়ার চেয়ে খুব বেশি বিগড়ে যাবে। এটা খুব ভালভাবে মনের

www.dawateislami.net

মাঝে গেঁথে নিন। কেননা, এরূপ করাতে যদি সমাধান হয়ে যায় তার পরেও অন্তরের ঘৃণা পরিসমাপ্তি না হওয়ার সমান।

মদীনা (৮): স্বামীর ত্রুটিসমূহের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে ভালো দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখুন এবং তার ব্যাপারে **আল্লাহ্ তায়ালা**কে ভয় করুন।

আইবো কো আইব জোকি নজর ডুন্‌তি হে পর,
জু খোশ নজর হে খোবিয়া আয়ে উছে নজর।

মদীনা (৯): স্বামী ও শ্বশুর বাড়ীর অভিযোগ বাপের বাড়ীতে করা দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য খুবই ক্ষতিকর হয়ে থাকে। বর্তমানে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, এই ধরণের গীবত, অপবাদ, চুগলী, দোষ-ত্রুটি এবং অন্তরে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের গুনাহের দরজা খুলে যায়। অতঃপর এর ভয়াবহতায় অসংখ্যবার পৃথিবীতে এই বিপদ আসতে থাকে যে, ঘর ভেঙ্গে যায়।

(১০): হ্যাঁ! স্বামী যদি বাস্তবেই অত্যাচার করে থাকে, বা শশুর বাড়ীর লোকেরা কষ্ট দিয়ে থাকে। তবে শুধুমাত্র এমন একজন ব্যক্তিকে ভাল নিয়্যতে বলবে যিনি অত্যাচার থেকে বাচাঁতে পারবেন এবং সমাধান করতে পারবেন অথবা ন্যায়বিচার করতে পারবেন। বাকীটা শুধু আবেগতাড়িত হয়ে অন্তরকে হালকা করার জন্য ঘরের কথা বাপের বাড়ীতে বা কোন সঙ্গীকে বলে গীবত ও অপবাদ ইত্যাদির মত গুনাহে লিপ্ত হয়ে বক্তা ও শ্রোতা উভয়ে জাহান্নামের হকদার হয়।

www.dawateislami.net

মদীনা (১১): স্বামী ও শাশুড়ীর বা অন্যান্য কারো গতিবিধিতে যদি অন্তরে কষ্ট আসে তা নিয়ন্ত্রনে রাখবে, এটা আপনার পরীক্ষার স্থান। মুখ ও অন্তরকে নিয়ন্ত্রণে রেখে ধৈর্য্যধারণ করে জান্নাতের অগনিত নেয়ামত পাওয়ার চেষ্টা করবেন, অথবা জিহ্বার বিপদে পড়ে শরীয়াতের গন্ডি ভঙ্গ করে নিজেকে জাহান্নাম অধিকারী বানাবেন না।

মদীনা (১২): আপনি যতই ব্যস্ত থাকুন বা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন রয়েছেন, যখন স্বামী ডাক দিবে তখন অধিক সাওয়াব পাওয়ার নিয়্যতে তাড়াতাড়ি লাব্বায়িক অর্থাৎ (আমি উপস্থিত) বলে উঠে পড়বেন আর তার সেবা করে জান্নাতুল ফিরদৌসের ধনভান্ডার সঞ্চয় করা শুরু করুন।

মদীনা (১৩): স্বামীর মন খুশি করার জন্য তার বাবা-মা, অন্যদের অন্তর খুশি রাখার সাথে সেবা অব্যাহত রাখুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উভয় জাহানে তরী পার হয়ে যাবে।

ভাল কাজের ফল ভাল হয়।

মদীনা (১৪): কখনো স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন না। কেননা, আপনার উপর তার অনেক দয়া রয়েছে। **নবীদের সরদার, উভয় জগতের মালিক ও মুখতার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার ঈদের দিনে মহিলাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ইরশাদ করলেন: "হে মহিলারা! তোমরা সদকা করো। কেননা, আমি তোমাদের অধিকাংশকেই জাহান্নামে দেখেছি।" মহিলারা আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এর কারণ কি? ইরশাদ

www.dawateislami.net

করলেন: "তোমরা বেশি বেশি অভিশাপ দিয়ে থাকো, আর স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে।" (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩০৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বরকতে **আল্লাহ্ তায়ালা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়াতে মূল্যহীন পাথরও অমূল্য রত্নে পরিণত হয়। খুব আলোকিত হয় আর ঐ মর্যাদায় আসন্ন মৃত্যুকেও স্বাগতম জানায়। প্রত্যক্ষদর্শী ও শ্রবণকারী এর উপর ঈর্ষা করেন এবং জীবিত থাকার পরিবর্তে এই ধরণের মৃত্যু কামনা করেন। আপনিও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান। নিজের শহরে সংগঠিত হওয়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ এবং **আল্লাহ্**র রাস্তায় সফরকারী আশিকে রাসূলদের মাদানী কাফেলায় সফর করুন। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উভয় জাহানে অসংখ্য কল্যাণ অর্জিত হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দোয়াঃ ইয়া রব্বে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদরেকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অনুসরণে সুখে-দুঃখে শরীয়াতের উপর আমল করার তাওফিক দান করো। **হে আল্লাহ্!** আমাদেরকে মাদানী ইনআমাতের আমলকারী বানাও। হে আল্লাহ্! আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। **হে আল্লাহ!** আমাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী বরিবেশে স্থায়িত্ব দান করো। **হে আল্লাহ্!** আমাদের সত্যিকারের আশিকে রাসূল বানাও। **হে আল্লাহ্! প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত কে ক্ষমা করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মনোযোগ দিয়ে পড়ে এই ফরম পূরণ করে বিস্তারিত লিখুন

যে ইসলামী ভাই ফয়যানে সুন্নাত বা আমীরে আহলে সুন্নাতের دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কিতাব সমূহ ও রিসালা শুনে বা পড়ে, বয়ানের ক্যাসেট শুনে প্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক ইজতিমায় অংশগ্রহণ করে, বা মাদানী কাফেলায় সফর বা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কোন কাজে সম্পৃক্ততার বরকতে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়েছে। জীবনে মাদানী পরিবর্তন হয়েছে। নামাযী হয়ে গেলো। দাঁড়ি, পাগড়ী ইত্যাদি সাজিয়ে নিয়েছে। আপনার অথবা আপনার প্রিয়ভাজন কারো সুস্থতা মিললো অথবা মৃত্যুর সময় কলেমায়ে তৈয়্যবা নসীব হলো বা ভাল অবস্থায় রূহ বের হলো। মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে ভাল অবস্থায় দেখেছে, সুসংবাদ

www.dawateislami.net

ইত্যাদি হয়েছে, তাবীজাতে আত্তারিয়ায় মাধ্যমে বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি পেলো। তবে সাথে সাথে এই ফরম পূরণ করে দিন। এক পৃষ্ঠায় ঘটনাটি বিস্তারিত লিখে এই ঠিকানায় প্রেরণ করুন। মহল্লায়ে সাওদাগারান, পুরানে সবজি মন্ডি, (বাবুল মদীনা) করাচী, আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বিভাগ
আল-মদীনাতুল ইল্‌মিয়া মজলিশ

নাম বাবার নামসহ: _____

বয়স: _____ কার মুরীদ বা তালিব: _____ চিঠি পাওয়ার ঠিকানা:

_____

_____ ফোন নম্বর (কোড সহ): _____

ই-মেইল আইডি: _____ পরিবর্তনের ক্যাসেট বা রিসালার নাম: _____

শোনা, পড়া বা ঘটনার তারিখ মাস/বছর: _____ মাদানী কাফেলায় কত দিন সফর করেছিল: _____ বর্তমান সাংগঠনিক যিম্মাদারী: _____ উল্লেখিত বিষয় থেকে যা বরকত অর্জন হয়েছ। অমুক অমুক মন্দ কাজ ছেড়ে দিয়েছি, তা বিশদভাবে এবং পূর্ববর্তী আমলের ধরণ (যদি শিক্ষা পাওয়ার জন্য

www.dawateislami.net

লিখতে চায়) উদাহরণ স্বরূপ-ফ্যাশন পূঁজারী, ডাকাতী, ইত্যাদি এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হওয়া বরকত ও কারামত ঈমান তাজাকারী ঘটনাবলী, স্থান ও তারিখসহ এক পৃষ্ঠায় বিস্তারিত ভাবে লিখে দিন।

মাদানী পরামর্শ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্ইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বর্তমানে সময়ের এমন এক রূহানী ব্যক্তিত্ব, যার হাতে বাইয়াত হওয়ার মাধ্যমে লাখো মুসলমান গুনাহ্ ভরা জীবন থেকে তাওবা করে **আল্লাহ্ তায়ালার** হুকুম ও **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত অনুযায়ী চলে জীবন অতিবাহিত করেছেন। কল্যাণকামী মুসলিমদের কল্যাণ কামনার পবিত্র আগ্রহের উপর মাদানী পরামর্শ হলো, যদি আপনি এখনো শরীয়াত সম্মত কোনো কামেল পীরের হাতে বাইয়াত না হলে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ফয়জ ও বরকত থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য তার কাছে বাইয়াত হয়ে যান। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন হবে।

www.dawateislami.net

মুরীদ হওয়া পদ্ধতি

যদি আপনি মুরীদ হতে চান, তবে আপনার ও যাকে মুরীদ বা তালীব বানাতে চান তার নাম নিচে নিয়মানুসারে পিতার নামসহ বয়স লিখে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা, মহল্লায়ে সাওদাগারান, পুরানি সবজে মন্ডি, বাবুল মদীনা করাচী, মাকতুবাত মজলিশ অফিস, মাকতুবাত ওয়া তাবীজাতে আত্তারীয়ার ঠিকানায় লিখে দিন। তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তিনিও সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়াতে প্রবেশ করিয়ে নিবেন।

Email: Attar@dawateislami.net

(১) নাম ও পরিচয় স্পষ্ট করে কলম দিয়ে লিখবে। (২) অপ্রসিদ্ধ নাম, বা শব্দের মধ্য স্বরচিহ্ন বসাবে প্রয়োজনে, যদি সকল নামের জন্য একই ঠিকানা হয় তবে একবার লিখবে হবে। (৩) আলাদা আলাদা লিখা চাওয়ার জন্য পৃথক পৃথক খামে প্রেরণ করবে।

নং	নাম	পুরুষ/মহিলা	পুত্র/কন্যা	বাবার নাম	বয়স	পূর্ণ ঠিকানা

মাদানী পরামর্শঃ এই ফরমটি সংরক্ষিত রাখুন আর ফটোকপি করে নিন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন সফর এবং ❊ প্রতিদিন "ফিক্‌রে মদীনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net